বাংলা সাময়িক সাহিত্য

১৮১৮-১৮৬৭

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭. জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা
১৯. রায়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাময়িক সাহিত্য

১৮১৮-১৮৬৭

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

চৈত্র ১৩৫১

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৩·১—২০. ৩. ৪৫

অনুজকল্প

শ্রীযুত সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্যাণবরেষু

আজকাল সভ্য সমাজে সংবাদপত্র নিত্যব্যবহার্য জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সংবাদপত্র মুদ্রণ ও বিতরণের বিধিব্যবস্থাও একটা বিরাট্ ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। অথচ সংবাদপত্রের ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যেও মাত্র গত দুই শত বৎসরের মধ্যে সংবাদপত্রের সম্যক্ বিকাশ হইয়াছে। তাহার পূর্বে ইউরোপের মফস্বলবাসী বড়লোকেরা ও ব্যবসায়ীরা হাতে-লেখা সংবাদের চিঠি হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিতেন।

আমাদের দেশেও মোগল আমলে বাদশাহরা প্রতি প্রদেশে এবং বড় বড় শহরে চর রাখিতেন; এই চরেরা স্থানীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের লিখিয়া পাঠাইত। গোপনীয় রাজকীয় কথা না থাকিলে এই সকল সংবাদের চিঠি রাজদরবারে প্রকাশ্যে পড়া হইত, এবং সভায় উপস্থিত সকল লোক নানা স্থানের সংবাদ পাইত। বাদশাহের অনুকরণে অধীন সেনাপতি, শাসনকর্তা এবং করদ-রাজারাও বাদশাহের দরবারের ঘটনা, তাঁহার উক্তি এবং রাজধানীর ও অন্যান্য প্রদেশের সংবাদ জানিবার জন্য সম্রাটের সভায় নিজ নিজ সংবাদ-লেখক—'ওয়াকেয়া-নবিস' রাখিতেন। ফৌজদার, থানাদারের মত ছোটখাট রাজকর্মচারীরাও নিজ উপরিতন কর্মচারী, অর্থাৎ সুবাদার বা প্রাদেশিক শাসনকর্তার সভায় নিজস্ব পত্র-লেখক নিযুক্ত করিতেন। এই সকল লেখক নিজ নিজ প্রভুর নিকট নিয়মিতরূপে যে সংবাদ লিখিয়া পাঠাইত, তাহাই সাধারণতঃ মুখে মুখে সমাজে প্রচারিত হইত। বড় বড় মহাজন এবং ধনী বণিকেরাও নিজ নিজ কারবারের দূরবর্তী শাখাগুলিতে অথবা বড় বড় শহরে প্রবাসী স্বকীয় প্রতিনিধিদের নিকট হইতে নিয়মিতরূপে স্থানীয় সংবাদ পাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেন। সংবাদ জানিবার জন্য মানুষের যে একটা স্বাভাবিক কৌতূহল আছে, এইরূপে মোগল-যুগে সমাজের প্রায় সকল স্তরের লোকের মধ্যেই তাহা চরিতার্থ করিবার উপায় ছিল। ফার্সীতে লিখিত এই সকল সংবাদ-লিপির নাম ছিল—'আখ্‌বার' বা ডবল বহুবচনে 'আখ্‌বারাৎ'।

ইংরেজ আমলে ইংরেজী সংবাদপত্রের অনুকরণে এদেশের এই প্রাচীন ব্যবস্থার পরিবর্তন হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলা দেশে সর্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। তাহার ফলে জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নব-জাগরণ শুরু হয়, সংবাদপত্র-প্রকাশ উহার একটি দিক্। বাংলা দেশের—তথা ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র ইংরেজী। উহা ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি তারিখে প্রকাশিত হিকির (Hicky) 'বেঙ্গল গেজেট'। ইহার পর 'ইণ্ডিয়া গেজেট', 'ক্যালকাটা গেজেট', 'হরকরা' প্রভৃতি আরও কতকগুলি কাগজ বাহির হয়।

সংবাদপত্র-শাসন

সে-যুগে কোম্পানির গবর্মেণ্ট সংবাদপত্রের উপর প্রসন্ন ছিলেন না। তাঁহারা অধিকাংশ সংবাদপত্রের রচনা-ভঙ্গি উগ্র এবং ভাষা ইতর ও অশ্লীল বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এই কারণে এবং সৈন্যসামন্তের গতিবিধি, জাহাজ-গমনাগমনের সংবাদ প্রভৃতি যাহাতে অবাধে সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত না হইতে পারে, তজ্জন্য ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে লর্ড ওয়েলেস্‌লি সর্বপ্রথম সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সঙ্কোচ বিধান করেন। তখন নিয়ম হইল, অতঃপর সেক্রেটরির দ্বারা পরীক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত এদেশে কোন সংবাদপত্রই প্রকাশিত হইতে পারিবে না; নিয়মভঙ্গ করিলে সম্পাদককে ইউরোপে নির্বাসিত হইতে হইবে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, তখন পর্যন্ত এদেশের সকল সংবাদপত্রই ইংরেজী ভাষাতে এবং ইউরোপীয়ের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হইত। এই নিয়মের ফলে সংবাদ-পত্রের সমস্ত লেখাই—এমন কি, বিজ্ঞাপন পর্যন্ত প্রকাশের পূর্বে অনুমোদনের জন্য সরকারের সেক্রেটরির নিকট পেশ করিতে হইত। সরকার কর্তৃক সংবাদপত্র-শাসন কিরূপ কঠিন ভাবে চলিয়াছিল, তাহা শ্রীরামপুর মিশনের জে. সি. মার্শম্যানের একখানি পত্র হইতে বেশ বুঝা যায়। তিনি লিখিতেছেন, "সম্পাদকীয় মন্তব্যের স্থলে সংবাদপত্রের অনেক স্তম্ভই তারকা-চিহ্নিত হইয়া বাহির হইত; কেন না, যে-সকল

অংশে 'সেন্সর' তাঁহার সাজ্ঘাতিক কলম চালাইতেন, শেষ মুহূর্তে শূন্য অংশগুলি পূরণ করিয়া দেওয়া সম্ভব হইত না।"

দমনকার্য এই ভাবে কয়েক বৎসর চলিবার পর এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহার ফলে গবর্নর জেনারেল লর্ড হেষ্টিংস 'সেন্সর' বা সংবাদপত্র-পরীক্ষকের পদ তুলিয়া দেওয়া সমীচীন বোধ করিলেন।

হিট্‌লী নামে এদেশীয় এক জন সাহেব 'মর্নিং পোস্ট' পত্রের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক হন। তিনিই সর্বপ্রথম সেন্সরের আদেশ অমান্য করেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সরকারী সংবাদপত্র-পরীক্ষক 'মর্নিং পোস্টে'র একটি সংখ্যার কিয়দংশ ছাপিতে নিষেধ করেন। কিন্তু হিট্‌লী তাহাতে সম্মত হন নাই। তিনি জানাইয়াছিলেন যে, বঙ্গদেশে তাঁহার জন্ম, তাঁহার মাতা এদেশবাসিনী; এ অবস্থায় সেন্সরের আদেশ অমান্য করিলেও তাঁহার কোন শাস্তি হইতে পারে না, যেহেতু এরূপ অপরাধে কেবলমাত্র ইউরোপীয় সম্পাদকদেরই শাস্তির ব্যবস্থা আছে।

সেন্সর বেলী সাহেব সংবাদপত্র-পরীক্ষক-পদের অসারতা অচিরাৎ গবর্নর জেনারেলের গোচর করিলেন। লর্ড হেষ্টিংস বিশেষ বিবেচনার পর সেন্সরের পদ রহিত করিয়া তৎপরিবর্তে সম্পাদকদের নির্দেশের জন্য কতকগুলি সাধারণ নিয়ম প্রবর্তন করিলেন। দেশীয় সম্পাদকগণকে শাসন করিবার ক্ষমতা তখন সরকারের হাতে না থাকায় কেবলমাত্র ইউরোপীয় সম্পাদকগণের জন্য সেন্সরের পদ বাহাল রাখা তিনি সঙ্গত মনে করেন নাই।

লর্ড হেষ্টিংস কর্তৃক ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯এ আগস্ট নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার পূর্বেই বাংলা ভাষায় একাধিক সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়।

ইং ১৮১৮

১। **দিগ্‌দর্শন**। (মাসিক) এপ্রিল ১৮১৮।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ইহাই প্রথম মাসিক পত্র। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন হইতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইহার প্রথম সংখ্যা

প্রকাশিত হয়। জোশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান ইহার সম্পাদক ছিলেন। "যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ" এই পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করিত।

স্কুলের পাঠ্য হিসাবে 'দিগ্দর্শনে'র উপযোগিতা বিবেচনা করিয়া স্কুলবুক-সোসাইটি ইহার বহু খণ্ড ক্রয় করিয়াছিলেন। এই সোসাইটিরই অনুরোধে ও ফরমাশে 'দিগ্দর্শন' পত্রের ইংরেজী ও ইংরেজী-বাংলা সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছিল। বিভিন্ন সংস্করণের প্রকাশিত সংখ্যার তালিকা এইরূপ :—

বাংলা সংস্করণ	...	১—২৬ সংখ্যা
ইংরেজী-বাংলা সংস্করণ	...	১—১৬ সংখ্যা
ইংরেজী সংস্করণ	...	১—১৬ সংখ্যা

২। **সমাচার দর্পণ।** (সাপ্তাহিক) ২৩ মে ১৮১৮।

'দিগ্দর্শন' প্রকাশের মাসখানেক যাইতে না যাইতেই শ্রীরামপুর মিশন 'সমাচার দর্পণ' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিলেন। এখন পর্যন্ত যত দূর জানা যায়, 'সমাচার দর্পণ'ই বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদ-পত্র। ৪ জুলাই ১৮১৮ হইতে ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬ পর্যন্ত 'সমাচার দর্পণে'র কণ্ঠে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

দর্পণে মুখসৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ।
বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

এদেশীয় পণ্ডিতদের সহায়তায় জে. সি. মার্শম্যান 'সমাচার দর্পণ' সম্পাদন করিতেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ মে তারিখে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের লোকের মধ্যে ইংরেজী শিখিবার সাড়া পড়িয়া যায়। এই কারণে ১১ জুলাই ১৮২৯ তারিখ হইতে 'সমাচার দর্পণ' ইংরেজী ও বাংলায় প্রকাশিত হইতে থাকে।

এ পর্যন্ত 'সমাচার দর্পণ' কেবল প্রতি শনিবারে প্রকাশিত

হইতেছিল, কিন্তু ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সপ্তাহে দুই বার প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ হইল। অতিরিক্ত 'দর্পণে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১১ জানুয়ারি ১৮৩২, বুধবার। সংবাদপত্রের ডাকমাশুল বৃদ্ধি পাওয়ায় ৮ নবেম্বর ১৮৩৪ তারিখ হইতে 'সমাচার দর্পণ' সাপ্তাহিক আকারে পুনরায় প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হইতে থাকে।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই হইতে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক মার্শম্যানের উপর 'গবর্মেণ্ট গেজেট' নামে অন্য একখানি নূতন সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদন-ভারও পড়িল। সম্পাদকের এই কর্মবাহুল্যের ফলে শীঘ্রই 'সমাচার দর্পণে'র প্রচার রহিত করিতে হইল। ২৫ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখে ইহার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

বাঙালীদের চেষ্টায় 'সমাচার দর্পণ' ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে পুনর্জ্জীবিত হয়। ইহা সম্পাদন করিতেন কলিকাতার অপর এক জন বাঙালী সম্পাদক—ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' অল্প দিন মাত্র চলিয়াছিল। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসেও ইহা জীবিত ছিল।

শ্রীরামপুর মিশন পুনরায় 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তৃতীয় পর্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' দেড় বৎসর চলিয়া একেবারে লুপ্ত হয়।

'সমাচার দর্পণ' একখানি উচ্চাঙ্গের বাংলা সংবাদপত্র ছিল। ১৮১৮ হইতে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইহাতে মুদ্রিত সমস্ত জ্ঞাতব্য সংবাদ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে।

৩। **বাঙ্গাল গেজেটি**। (সাপ্তাহিক) জুন (?) ১৮১৮।

শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী বহরাগ্রামনিবাসী গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য বন্ধু হরচন্দ্র রায়ের সহযোগে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ১৪৫নং চোরবাগান ষ্ট্রীটে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, এবং 'বাঙ্গাল গেজেটি' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহাই বাঙালী-পরিচালিত

প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' ও 'বাঙ্গাল গেজেটি' মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে প্রকাশিত হইয়াছিল। কোন্‌খানি আগে প্রকাশিত হয়, আপাততঃ তাহা জোর করিয়া বলা যাইতেছে না।

১৬ মে ১৮১৮ তারিখের 'ওরিয়েণ্টাল স্টার' পত্রিকায় বাঙালী-প্রবর্তিত একখানি বাংলা সংবাদপত্রের কথা এই ভাবে বিজ্ঞাপিত হয় :—

BENGALEE NEWSPAPER

> *From the Oriental Star, May 16.*—Amongst the improvements which are taking place in Calcutta, we observe with satisfaction that the publication of a Bengalee newspaper has been commenced. The diffusion of general knowledge and information amongst the natives must lead to beneficial effects; and the publication we allude to, under proper regulations, may become of infinite use, by affording the more ready means of communication between the natives and the European residents.—*The Asiatic Journal and Monthly Register* (London) for January 1819, p. 59.

১৬ মে ১৮১৮ তারিখে 'ওরিয়েণ্টাল স্টারে' উল্লিখিত সংবাদপত্রখানি যে 'বাঙ্গাল গেজেটি', তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, শ্রীরামপুর হইতে 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয় পরবর্তী ২৩এ মে (শনিবার) তারিখে। কিন্তু এই সংবাদটিকে আমি 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশ সম্বন্ধে প্রমাণ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না।

১৪ মে ১৮১৮ তারিখের 'গবর্মেণ্ট গেজেট' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিকে গঙ্গাকিশোরের সহকর্মী হরচন্দ্র রায়, ১২ই মে তারিখযুক্ত একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন; বিজ্ঞাপনে বলা হইয়াছে, 'বাঙ্গাল গেজেটি' "বাহির হইবে" ("intends to publish") এবং ১৬ই মে তারিখের 'ওরিয়েণ্টাল স্টারে'র সংবাদে দেখা যাইতেছে, "The publication of a Bengalee Newspaper has been commenced." তাহা হইলে ১২ই হইতে ১৬ই মে তারিখের কোন এক দিনে 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হইয়াছিল। 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হইত, সুতরাং ১৫ মে ১৮১৮ (শুক্রবার) তারিখে

উহা প্রকাশিত হইয়াছিল ধরিতে হইবে। 'বাঙ্গাল গেজেটি' "বাহির হইবে"—এই বিজ্ঞাপন ১৪ই মে বাহির হইবার পরদিনই ১৫ই মে তারিখে কাগজ বাহির হইয়াছে এবং এই ১৫ই তারিখেই 'ওরিয়েণ্টাল স্টারে'র সাহেব সম্পাদক সেই পত্রিকা দৃষ্টে সেই দিনই তাহার উপর মন্তব্য লিখিয়াছেন ও সেই মন্তব্য তাহার পরের দিন অর্থাৎ ১৬ই প্রকাশিত হইয়াছে—এই জাতীয় তৎপরতা সে-যুগে সম্ভব ছিল কি না, বিশেষ ভাবে বিবেচ্য। সে-যুগের ছাপাখানা ও সংবাদপত্র পরিচালন ব্যাপারে যাঁহাদের জ্ঞান আছে, তাঁহারাই বুঝিবেন, ইহার মধ্যে কোনও গল্তি থাকা সম্ভব। আমার বিশ্বাস, এই সংবাদের অর্থ—'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে; "the publication...has been commenced" কথাগুলির দ্বারা সম্পাদক মহাশয় ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

অপর পক্ষে, শ্রীরামপুর মিশনরীরা বলেন, 'সমাচার দর্পণ' 'বাঙ্গাল গেজেটি'র দুই সপ্তাহ পূর্বে প্রকাশিত হয়। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র মতে :—

> ...within a fortnight after the publication from the Serampore press of the Sumachar Durpun, the first Native Weekly Journal printed in India, he [Gunga kishor] published another, which we hear has since failed.

প্রথম বাংলা সংবাদপত্র সম্পর্কীয় আলোচনা-প্রসঙ্গে ১১ জুন ১৮৩১ তারিখে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক যে মন্তব্য করেন, তাহাও এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি :—

> দর্পণ ও বাঙ্গাল গেজেট।...আমাদের প্রথম সংখ্যক দর্পণ প্রকাশ হওনের দুই সপ্তাহ পরে অনুমান হয় যে বাঙ্গাল গেজেট নামে পত্র প্রকাশ হয় কিন্তু কদাচ পূর্ব্বে নহে।...ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গভাষায় যে সকল সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয় তন্মধ্যে দর্পণ আদি পত্র ইহা আমরা স্পষ্ট জ্ঞাত হইয়া তৎসম্ভ্রম অনিবার্য্য প্রমাণ প্রাপ্ত না হইলে অমনি কদাচ উপেক্ষা করা যাইবে না।

এই সকল কারণে যত দিন পর্যন্ত আরও বলবৎ প্রমাণ না পাওয়া

যাইতেছে, তত দিন পর্যন্ত কোন্‌খানি প্রথম বাংলা সংবাদপত্র—এ বিষয়ে চরম কথা বলা বোধ হয় উচিত হইবে না।

'বাঙ্গাল গেজেটি'র কোন সংখ্যা এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত না হওয়ায় উহার বিষয়-বিন্যাস ও রচনা-পদ্ধতি কিরূপ ছিল, তাহা বিশেষ ভাবে জানিবার উপায় নাই। একটি বিজ্ঞাপন হইতে আমরা জানিতে পারি যে, উহাতে সরকারী বিজ্ঞাপন, আইন ও কর্ম্মচারি-নিয়োগ সংক্রান্ত নানা সংবাদ ও সরল বাংলায় স্থানীয় লোকের রুচিকর নানা কথা থাকিত এবং উহার সডাক মাসিক মূল্য ছিল দুই টাকা। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্নাল' পত্র পাঠে জানা যায়, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে 'বাঙ্গাল গেজেটি' পত্রে সহমরণ বিষয়ে ওই বৎসরে প্রকাশিত রামমোহন রায়ের 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। 'বাঙ্গাল গেজেটি' বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই, বৎসরখানেক চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়।

ইং ১৮১৯

৪। **গস্‌পেল মাগাজীন**। (মাসিক) ডিসেম্বর ১৮১৯।

'গস্‌পেল মাগাজীন' এই সময়ের দ্বিতীয় মাসিকপত্র এবং খ্রীষ্টীয় তত্ত্ব বিষয়ে সর্বপ্রথম সাময়িক-পত্র। এখানি মাসে-মাসে ইংরেজী-বাংলায় বাহির হইত। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। Baptist Auxiliary Missionary Society ইহার প্রকাশক।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস হইতে 'গস্‌পেল মাগাজীন'-এর একটি বাংলা সংস্করণও বাহির হয়।

ইং ১৮২১

৫। **ব্রাহ্মণ সেবধি ব্রাহ্মণ ও মিসিনরি সম্বাদ**। সেপ্টেম্বর ১৮২১।

"কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি দূর দেশহইতে কয়েক প্রশ্ন সম্বলিত" একখানি পত্র ১৪ জুলাই ১৮২১ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশ করেন।

রামমোহন রায় এই পত্রখানিকে মিশনরীদের তরফ হইতে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অযথা আক্রমণ জ্ঞান করিয়া প্রতিবাদ করা সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পণ্ডিত শিবপ্রসাদ শর্ম্মার নামে প্রশ্নগুলির উত্তর 'সমাচার দর্পণে' পাঠান। 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক ১ সেপ্টেম্বর ১৮২১ তারিখে মন্তব্য করেন যে, যদি পত্রখানির "অজিজ্ঞাসিতাভিধান দোষ বহিষ্কৃত করিয়া কেবল ষড়দর্শনের দোষোদ্ধার পত্র ছাপাইতে অনুমতি দেন তবে ছাপাইবার বাধা নাই অন্যথা সর্ব্ব সমেত অন্যত্র ছাপাইতে বাসনা করেন তাহাতেও হানি নাই।" তখন রামমোহন শিবপ্রসাদ শর্ম্মার নামে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে '*Brahmunical Magazine*. The Missionary and the Brahmun No. 1 ব্রাহ্মণ সেবধি ব্রাহ্মণ ও মিসিনরি সম্বাদ নং ১ 1821' নামে একখানি সাময়িক-পত্র প্রকাশ করেন। ইহার এক পৃষ্ঠায় বাংলা ও অপর পৃষ্ঠায় তাহার ইংরেজী অনুবাদ থাকিত। ইহার প্রথম তিন সংখ্যা ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল।

৬। সম্বাদ কৌমুদী। (সাপ্তাহিক) ৪ ডিসেম্বর ১৮২১।

'বাঙ্গাল গেজেটি' উঠিয়া যাওয়ায় হিন্দুরা একখানি বাংলা সমাচার-পত্রের অভাব বিশেষ করিয়া অনুভব করিতেছিলেন। সে অভাব দূর করেন—কলুটোলা-নিবাসী তারাচাঁদ দত্ত ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'সম্বাদ কৌমুদী'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—৪ ডিসেম্বর ১৮২১। প্রথম সংখ্যায় লিখিত হয়—"লোকহিতসাধনই এই সংবাদপত্র-প্রকাশের প্রধান লক্ষ্য।...দেশবাসীর অভাব-অনুযোগের কথাও ইহাতে ভদ্রভাবে আলোচিত হইবে।" 'সম্বাদ কৌমুদী'র শিরোভাগে এই শ্লোকটি থাকিত :—

দর্পণে বদনং ভাতি দীপেন নিকটস্থিতং।
রবিনা ভুবনং তপ্তং কৌমুদ্যা শীতলং জগৎ॥

'সম্বাদ কৌমুদী' প্রতি মঙ্গলবার প্রাতঃকালে ৮ পৃষ্ঠা করিয়া প্রকাশিত

হইত। রামমোহন রায় ইহার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং নিয়মিতভাবে প্রবন্ধদানে সাহায্য করিতেন।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সম্বাদ কৌমুদী'র প্রথম ১৩ সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন; প্রকৃতপক্ষে তিনিই এই কয় সংখ্যা পরিচালন করেন। অতঃপর তারাচাঁদ দত্তের পুত্র হরিহর দত্ত 'সম্বাদ কৌমুদী'র সম্পাদক হন; আড়াই মাস পরে, ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তিনি অবসর গ্রহণ করিলে গোবিন্দচন্দ্র কোঙার সম্পাদক হন। অল্প দিনের জন্য ইহার প্রচার বন্ধ ছিল, কিন্তু পর-বৎসর (১৮২৩) এপ্রিল মাসে আহিরীটোলা-নিবাসী আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে 'সম্বাদ কৌমুদী' পুনঃপ্রকাশিত হইতে থাকে। ইহার পর, এই পত্র প্রায় দশ বৎসব জীবিত ছিল। এই সময়ের মধ্যে কিছু দিন হলধর বসু ও রাধাপ্রসাদ রায় 'সম্বাদ কৌমুদী' পরিচালন করিয়াছিলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টব্দের গোড়া হইতে 'সম্বাদ কৌমুদী' সপ্তাহে দুই বার প্রকাশিত হইত।

হিন্দুদের কতকগুলি প্রচলিত প্রথা—বিশেষতঃ সহমরণের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করায় 'সম্বাদ কৌমুদী' জনসাধারণের বিরাগভাজন হইয়াছিল।

ইং ১৮২২

৭। **পশ্বাবলী**। (মাসিক) ফেব্রুয়ারি ১৮২২।

কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটি কর্তৃক 'পশ্বাবলী' নামে একখানি বাংলা মাসিক পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহার এক-এক সংখ্যায় এক-একটি জন্তুর বিবরণ, এবং প্রথম পৃষ্ঠায় সেই-সেই জন্তুর কাঠ-খোদাই চিত্র থাকিত। 'পশ্বাবলী'র প্রথম সংখ্যার তারিখ—ফেব্রুয়ারি ১৮২২। 'পশ্বাবলী' পত্রের প্রথম পর্যায় পাদরি লসন সঙ্কলন করেন এবং ডবলিউ. এইচ. পীয়র্স, বাংলায় অনুবাদ করেন। কাঠখোদাই চিত্রগুলি লসনের। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে (?) লসনের মৃত্যু হওয়ায় 'পশ্বাবলী'র প্রথম পর্যায় ছয় সংখ্যার বেশি অগ্রসর হয় নাই।

দ্বিতীয় পর্যায়ের 'পশ্বাবলী' পরিচালন করেন হিন্দুকলেজের শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র। তিনি সর্বসমেত ১৬ সংখ্যা 'পশ্বাবলী' ইংরেজী-বাংলায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

৮। **সমাচার চন্দ্রিকা**। (সাপ্তাহিক) ৫ মার্চ ১৮২২।

'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রে সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহন রায়কে আন্দোলন করিতে দেখিয়া রক্ষণশীল হিন্দুরা তাঁহাদের পক্ষ হইতে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিবার আয়োজন করিলেন। এই সাপ্তাহিক পত্র—'সমাচার চন্দ্রিকা'। ইহার সম্পাদক হইলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; তিনি 'সম্বাদ কৌমুদী'র প্রথম ১৩ সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন—এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—৫ মার্চ ১৮২২। ইহার শিরোভাগে নিম্নলিখিত শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

সদা সমাচারজুষাং ফলার্পিকা, পদার্থচেষ্টাপরমার্থদায়িকা
বিভৃত্ততে সর্ব্বমনোনুরঞ্জিকা শ্রিয়া ভবানীচরণস্য চন্দ্রিকা।

১৭৫১ শকের বৈশাখ (এপ্রিল ১৮২৯) হইতে 'সমাচার চন্দ্রিকা' সপ্তাহে দুই বার করিয়া বাহির হইতে থাকে। রক্ষণশীল হিন্দু-সম্প্রদায়ের মুখপত্র হিসাবে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রাধান্য বিশেষরূপে বাড়িয়াছিল; গ্রাহক-সংখ্যাও অন্যান্য বাংলা সাময়িক-পত্রগুলির তুলনায় বেশি ছিল।

২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৮ তারিখে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিন 'সমাচার চন্দ্রিকা' সম্পাদন করিয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণবাবু ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়ায় ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে পত্রিকার স্বত্ব ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়কে বিক্রয় করেন। ৭ মে ১৮৫২ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে ভগবতীচরণের 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশের উল্লেখ আছে। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় অতি অল্প দিনের জন্য পুরাতন 'সমাচার চন্দ্রিকা'ও প্রকাশিত হইয়াছিল—সমসাময়িক সংবাদপত্রে ইহার উল্লেখ আছে।

'সমাচার চন্দ্রিকা'ও সে-যুগের একখানি বিশিষ্ট সংবাদপত্র ছিল।

৭। **খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি।** (মাসিক) মে ১৮২২।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে শ্রীরামপুর হইতে 'খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। খ্রীষ্টতত্ত্ব সম্বন্ধে ইহা বাংলায় দ্বিতীয় মাসিকপত্র।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক আইন

ইংরেজী সংবাদপত্রগুলিতে—বিশেষতঃ সিল্ক বাকিংহামের 'ক্যালকাটা জর্নালে' অনেক লেখা বাহির হইতে লাগিল, যাহা সরকারের নিকট আপত্তিজনক ও অনিষ্টকর, অতএব লর্ড হেষ্টিংসের নিয়মের বিরোধী বলিয়া মনে হইল। সরকার রুষ্ট হইয়া সংবাদপত্র শাসনের জন্য বিধি প্রবর্তনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। বড়লাটের মন্ত্রণা-পরিষদের সভ্যেরা ইংরেজী সংবাদপত্র সম্বন্ধে প্রতিকূল মত নিজ নিজ মিনিটে প্রকাশ করিলেন। উইলিয়ম বাটারওয়ার্থ বেলী তাঁহার ১০ অক্টোবর ১৮২২ তারিখের দীর্ঘ মিনিটে দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাদি হইতে সরকারের চক্ষে আপত্তিজনক অনেক অংশ উদ্ধৃত করেন। তিনি লিখিতেছেন :—

বর্তমানে চারিখানি দেশীয় সংবাদপত্র কলিকাতায় প্রকাশিত হয় ; দুইখানি বাংলায় ['সম্বাদ কৌমুদী' ও 'সমাচার চন্দ্রিকা'] এবং দুইখানি ফার্সীতে।

চারিখানিই সাপ্তাহিক।...ফার্সী কাগজগুলির নাম—'জাম-ই-জাহান-নুমা' এবং 'মীরাৎ-উল্‌-আখ্‌বার'।...দ্বিতীয়খানি সুপরিচিত রামমোহন রায়ের।* ধর্ম-সম্বন্ধীয় তর্ক-বিতর্কে সম্পাদকের প্রবণতা আছে—ইহা জানা কথা, এবং সেই প্রবণতার বশে একটি সুযোগ পাইয়া খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে তিনি যে-সব মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রচ্ছন্ন হইলেও অনিষ্টকর।...

---

* 'মীরাৎ-উল্‌-আখ্‌বার' ফার্সী ভাষায় মুদ্রিত প্রথম সংবাদপত্র। কলিকাতার ধর্মতলা হইতে মুদ্রিত হইয়া ১২ এপ্রিল ১৮২২ (শুক্রবার) তারিখে এই সাপ্তাহিক পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়।

ফার্সী ও বাংলা উভয় ভাষার সংবাদপত্রেই অনেক আপত্তিজনক অংশ আছে। 'সতীদাহ' লইয়া বাংলা সংবাদপত্রে বহু তীব্র আলোচনা প্রকাশ করা হইতেছে। ইউরোপীয় মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে, দেশের লোকেরা স্ব-ইচ্ছায় এই সকল আলোচনা চালাইলে মঙ্গলের বিষয় হইবে। (বঙ্গানুবাদ)

এই মিনিটে বেলী স্পষ্টবাদিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি খোলাখুলিভাবে লেখেন :—

The liberty of the Press, however essential to the nature of a free State, is not in my judgment, consistent with the character of our institutions in this country, or with the extraordinary nature of their interests.*

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর সকৌন্সিল লর্ড হেষ্টিংস সংবাদপত্রগুলিকে কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধিবার উদ্দেশ্যে বিলাতের কর্তৃপক্ষের নিকট নূতন ক্ষমতা প্রার্থনা করিলেন। পর-বৎসরের ৯ই জানুয়ারি তারিখে লর্ড হেষ্টিংস বিলাত-যাত্রা করেন। অ্যাডাম অস্থায়ী ভাবে গবর্নর-জেনারেল হইলেন। তিনি বিলাতের কর্তৃপক্ষের সমর্থন পাইয়া ৪ মার্চ ১৮২৩ তারিখে এক কড়া প্রেস-আইন লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তী এপ্রিল মাসের ৪ঠা তারিখে সুপ্রীম কোর্টে রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়া এই আইন জারি হইল।

এই আইন অনুসারে কোন সাময়িক-পত্র বাহির করিবার পূর্বে স্বত্বাধিকারী, মুদ্রাকর ও প্রকাশককে সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স বা অনুমতি লইতে হইবে, এইরূপ নির্দেশ ছিল। কোন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হলফ করিয়া, সেই হলফনামা গবর্মেণ্টের চীফ সেক্রেটরির নিকট পাঠাইলে তবে লাইসেন্স বা অনুমতি পাওয়া যাইত, কিন্তু সেজন্য কোনও ফি দিতে বা খরচ করিতে হইত না। কি কি বিষয়ের আলোচনা সংবাদপত্রে নিষিদ্ধ ছিল, তাহার মুদ্রিত বিবরণ পূর্ব হইতেই প্রত্যেক সম্পাদককে দেওয়া থাকিত। তাহা সত্ত্বেও আইনবিরুদ্ধ কোন বিষয়ের

* ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর সংখ্যা 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রে (পৃ. ৫৫৩-৬০) ও 'বাংলা সাময়িক-পত্র' গ্রন্থে (পৃ. ১০৫-১৬) বেলীর সমগ্র মিনিটটি মুদ্রিত হইয়াছে।

আলোচনা করিলে, কাগজের লাইসেন্স বাতিল করিয়া দেওয়া হইত এবং বেআইনীভাবে কাগজ চালাইলে চারি শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

এই নূতন আইনের প্রথম ফলস্বরূপ রামমোহন রায়-সম্পাদিত 'মীরাৎ-উল্-আখ্বার' বন্ধ হইয়া গেল। পত্রের শেষ সংখ্যায় (৪ এপ্রিল ১৮২৩) রামমোহন জানাইলেন যে, নূতন আইনের অপমানজনক শর্তে রাজী হইয়া তিনি কাগজ প্রকাশ করিতে অসমর্থ।

ইং ১৮২৩

১০। **সম্বাদ তিমিরনাশক**। (সাপ্তাহিক) অক্টোবর ১৮২৩।

১২৩০ সালের কার্তিক মাসে 'সম্বাদ তিমিরনাশক' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ১২৩৭ সাল হইতে ইহা অর্ধ-সাপ্তাহিক অর্থাৎ সপ্তাহে দুই বার বাহির হইতে থাকে।

'সম্বাদ তিমিরনাশক' রক্ষণশীল দলকে সর্বদাই তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিত, এবং যখন-তখন উদারপন্থীদের উপর গালিগালাজ বর্ষণ করিতে ত্রুটি করিত না। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই 'সম্বাদ তিমিরনাশকে'র প্রচার রহিত হয় বলিয়া জানা যায়।

১১। **বঙ্গদূত**। (সাপ্তাহিক) ৯ মে ১৮২৯।

৯ মে ১৮২৯, শনিবার 'বঙ্গদূত' প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদূতে'র শিরোভাগে এই কবিতাটি শোভা পাইত :—

সংগোপনেল্পবিবৃতিং প্রবদন্তি দূতাঃ সর্ব্বে ন তত্র সুজনা হিতমভ্যুপেতাঃ।
কিঞ্চাখিলার্থকলনাদ্বহুদেশভূতপ্রজ্ঞাময়ং বিতনুতে খলু বঙ্গদূতঃ ॥

—০—

অন্যঅন্যদূতগণ, সামান্য যে বিবরণ, সেইমাত্র কহে সংগোপনে।
তাহাতে সচরাচরে, তত্ত্ব না জানিতে পারে, মুগ্ধ রহে মর্ম অন্বেষণে ॥
অতএব সাধারণ, সর্ব্বজন প্রয়োজন, স্বদেশ বিদেশ সমুদ্ভূত।
সমাচার সমুচ্চয়, প্রকাশ করিয়া কয়, হিতকারী এই বঙ্গদূত ॥

'বঙ্গদূতে'র সম্পাদক ছিলেন—নীলরত্ন হালদার। অবকাশের অভাবে কিছু দিন পরে তিনি অবসর লইতে বাধ্য হইলে, ভোলানাথ সেন ইহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন, ভোলানাথ সেনের মৃত্যু হইলে, মহেশচন্দ্র রায় অল্প দিন কাগজখানি পরিচালন করিয়াছিলেন।

১২। **সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা এবং ব্যবহার দর্পণ**। (মাসিক ?) জুলাই ১৮২৯।

১২৩৬ সালের শ্রাবণ মাসে এই "পুস্তক"-এর ১ম খণ্ড এবং পৌষ মাসে "২ সংখ্যা" প্রকাশিত হয়। প্রতি খণ্ডের মূল্য ছিল এক টাকা। কালাচাঁদ রায় ইহার পরিচালক ছিলেন বলিয়া মনে হয়; "যাহার এই পুস্তক লইতে ইচ্ছা হইবেক তিনি বহুবাজারের গিরিধর বাবুর বাটীতে শ্রী কালাচাঁদ রায়ের নিকট পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন।"

দেশ-বিদেশের বৃত্তান্ত ও ব্যবহার ও চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করাই প্রধানতঃ 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা এবং ব্যবহার দর্পণে'র উদ্দেশ্য ছিল। ইহা তিমিরনাশক যন্ত্রে মুদ্রিত হইত; 'সম্বাদ তিমিরনাশক' রক্ষণশীল দলের সমর্থনকারী ছিল। 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা'ও যে প্রচলিত আচার-ব্যবহারাদি সংরক্ষণের জন্যই প্রচারিত হইতেছিল, তাহা ইহার প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত "অনুষ্ঠানপত্রে" প্রকাশ :—"...গ্রন্থের শেষ খণ্ডে ব্যবহার দর্পণ সঙ্কেত করিয়া এই দেশীয় লোকেরা অন্যদেশীয় লোকের ব্যবহার যাহা গ্রহণ করিতেছেন তাহাতে যে দোষ তাহা প্রদর্শন করাইয়া সদাচার এবং সদ্ব্যবহার যাহাতে হয় এমত উপায় লিখা যাইবেক যখন বিষয়ানুরোধে কোন বিষয় যাহাতে সাহেব লোকের দিগের আমোদজনক হইতে পারে এমন অনুভব হইলে ইংরাজী ভাষায় তাহা লিখিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করা যাইবেক।"

'সর্বতত্ত্বদীপিকা এবং ব্যবহার দর্পণে'র প্রথম খণ্ডে "এতদ্দেশে গোরালোকের বসতি" ও "পারস্য ভাষা পরিবর্ত্তনে আদালতে ইংরেজি ভাষা প্রচলিত হইবার বিষয়" আলোচিত হইয়াছে।

ইং ১৮৩০

১৩। **শাস্ত্রপ্রকাশঃ**। (সাপ্তাহিক) জুন ১৮৩১।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার এই সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রকাশ করেন। ইহাতে কেবল শাস্ত্রীয় আলোচনাই স্থান পাইত। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে লক্ষ্মীনারায়ণ জজ-পণ্ডিত-রূপে পূর্ণিয়া গমন করিলে পত্রিকাখানির প্রচার রহিত হয়।

ইং ১৮৩১

১৪। **সংবাদ প্রভাকর**। (সাপ্তাহিক) ২৮ জানুয়ারি ১৮৩১।

'সংবাদ প্রভাকর' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্তি। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ইহাই প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। কিন্তু প্রথমে ইহা সাপ্তাহিক-রূপে প্রকাশিত হয়; ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১৬ মাঘ ১২৩৭। 'সংবাদ প্রভাকরে'র কণ্ঠদেশে এই দুইটি শ্লোক মুদ্রিত থাকিত; শ্লোক দুইটি সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের রচিত :—

। সতাং মনস্তামরসপ্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ।
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসম্বাদনবপ্রভাকরঃ।
।০০০। নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু ক্বচিদ্ভ্রামংভ্রামমতন্দ্রমীষদমৃতং
পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ।০০০।
।০০০। অদ্যোত্থবিমলপ্রভাকরকরপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু
চতুরাঃ স্বান্তদ্বিরেফা রসং।০০০।

'সংবাদ প্রভাকর'-প্রকাশে ঈশ্বরচন্দ্রের সাহায্যকারী ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র ও নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর। যোগেন্দ্রমোহন ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক এবং তাঁহার কবিতার গুণগ্রাহী। তাঁহারই ব্যয়ে 'সংবাদ প্রভাকর' প্রথমে চোরবাগানের একটি মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইত। কয়েক মাস পরে

১২৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে ঠাকুর-বাড়িতে 'সংবাদ প্রভাকর' মুদ্রণের জন্য একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যুতে "প্রভাকর করের অনাদররূপ মেঘাচ্ছন্ন হওন জন্য এই প্রভাকর কর প্রচ্ছন্ন করিয়া কিছু দিন গুপ্তভাবে গুপ্ত হইলেন।" দেড় বৎসর চলিবার পর ২৫ মে ১৮৩২ তারিখে ৬৯ সংখ্যা প্রকাশের পর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রের প্রচার রহিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ইহারও মাস-তিনেক পূর্বে পত্রিকার সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন।

চারি বৎসর পরে, ১০ আগস্ট ১৮৩৬ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' পুনঃপ্রকাশিত হয়, তবে এবার সাপ্তাহিক-রূপে নহে,—বারত্রয়িক-(সপ্তাহে তিন বার)-রূপে। এই ভাবে তিন বৎসর সগৌরবে চলিবার পর ১৪ জুন ১৮৩৯ (১ আষাঢ় ১২৪৬) তারিখ হইতে 'সংবাদ প্রভাকর' দৈনিক সংবাদপত্রে পরিণত হয়।

১২৬০ সালের বৈশাখ হইতে 'সংবাদ প্রভাকরে'র একটি মাসিক সংস্করণ বাহির হইতে আরম্ভ হয়। এই মাস-পয়লার কাগজগুলিতে "সর্বাগ্রে জগদীশ্বরের মহিমা বর্ণনা, নীতি কাব্য ও বিখ্যাত মহাত্মাদিগের জীবনবৃত্তান্ত প্রভৃতি গদ্য পদ্য পরিপূরিত উত্তম উত্তম প্রবন্ধ এবং সর্বশেষে—মাসের সমুদয় ঘটনা অর্থাৎ মাসিক সংবাদের সারমর্ম প্রকটিত" হইত। ঈশ্বরচন্দ্র দীর্ঘকাল পরিশ্রম ও নানা স্থান পর্যটন করিয়া প্রাচীন কবিদিগের বহু অপ্রকাশিত রচনা ও জীবনচরিত সংগ্রহ করিয়াছিলেন; এগুলি তিনি প্রধানতঃ ১৮৫৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মাস-পয়লার কাগজগুলিতে মাঝে মাঝে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কার্যে তিনি অগ্রসর না হইলে বোধ হয় এত দিন কবিদিগের এই সকল রচনার কোন অস্তিত্বই থাকিত না।

২৩ জানুয়ারি ১৮৫৯ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পরলোক গমন করিলে তাঁহার অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক হন।

'সংবাদ প্রভাকর' দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। ইহা সে-যুগের একখানি উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র। দেশ-বিদেশের সংবাদ ছাড়া ইহাতে ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা স্থান পাইত।

রাজা রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ প্রমুখ সেকালের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও পণ্ডিত ইহার লেখক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রাথমিক রচনাগুলি 'সংবাদ প্রভাকরে'ই প্রকাশিত হয়।

১৫। **সম্বাদ সুধাকর**। (সাপ্তাহিক) ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১।

"কাঁচড়াপাড়া নিবাসী বৈদ্যকুলোদ্ভব" প্রেমচাঁদ রায় ইহার সম্পাদক ছিলেন। 'সম্বাদ সুধাকর' মতে অনেকটা মধ্যপন্থী ছিল। এই পত্রিকার জন্য কানাইলাল ঠাকুর একটি মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার স্থিতিকাল চারি বৎসর।

১৬। **সমাচার সভারাজেন্দ্র**। (সাপ্তাহিক) ৭ মার্চ ১৮৩১।

ইহাই মুসলমান-সম্পাদিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। ২৫ ফাল্গুন ১২৩৭ তারিখে কলিঙ্গার শেখ আলীমুল্লা বাংলা ও ফার্সী ভাষায় ইহা প্রকাশ করেন। 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' প্রাচীনপন্থী ছিল।

১৭। **জ্ঞানান্বেষণ**। (সাপ্তাহিক) ১৮ জুন ১৮৩১।

ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১৮ জুন ১৮৩১। 'জ্ঞানান্বেষণ' ইংরেজী-শিক্ষিত উদারমতাবলম্বী যুবকদের মুখপত্র ছিল। ইহার প্রথম সম্পাদক—দক্ষিণানন্দন (পরে "দক্ষিণারঞ্জন") মুখোপাধ্যায়।

দক্ষিণানন্দনের পর 'জ্ঞানান্বেষণ' পরিচালন করেন—রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও মাধবচন্দ্র মল্লিক। তাঁহারা ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কাগজখানিকে ইংরেজী-বাংলায় প্রকাশ করেন।

নামে সম্পাদক না হইলেও গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশই গোড়া হইতে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের বাংলা-বিভাগ সম্পাদন করিতেন। তিনি একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

"আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি এবং তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্বদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ এবং বিধবাদিগের বিবাহ, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত আছি, তাহাতেই রাজা রামমোহন রায় আমারদিগকে নিকটে রাখেন, এবং সহমরণ নিবারণ বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাজার আনুকূল্য করি···। সদ্বংশ্য যুবহিন্দুগণ যাঁহারা বালিকাদিগের শিক্ষালয় [বীটন-বালিকা-বিদ্যালয়] স্থাপনে উল্লসিত হইয়াছেন তাঁহারাও কি স্মরণ রাখেন না জ্ঞানান্বেষণ পত্র যন্ত্রারূঢ় হইলে পর জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষা কবিতা করিতে তাঁহারাই আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা যুব বন্ধুগণের সম্মুখে দণ্ডায়মানাবস্থায় যে কবিতা করিয়াছিলাম সেই কবিতা জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষা হয়, ···সে কবিতা এই—

এহি জ্ঞান মনুষ্যাণামজ্ঞানতিমিরং হর।
দয়াসত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপি সংহর॥

গৌড়ীয় ভাষার পয়ারে ইহার অর্থও তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছি।

বাঞ্ছা হয় জ্ঞান তুমি কর আগমন।
দয়া সত্য উভয়েকে করিয়া স্থাপন॥
লোকের অজ্ঞান রূপ হর অন্ধকার।
একেবারে শঠতারে করহ সংহার॥"

রামগোপাল ঘোষ 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার অনেক রচনা ইহাতে স্থান পাইয়াছিল। তারকচন্দ্র বসু, রামচন্দ্র মিত্র, হরমোহন চট্টোপাধ্যায় ও প্যারীচাঁদ মিত্রও 'জ্ঞানান্বেষণে'র সহিত যুক্ত ছিলেন।

প্রায় দশ বৎসর চলিবার পর, ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের প্রচার রহিত হয়।

১৮। **অনুবাদিকা**। (সাপ্তাহিক) আগস্ট ১৮৩১।

রাধামোহন সেনের পুত্র ভোলানাথ সেন এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহাতে প্রধানত *Reformer* পত্রের প্রবন্ধাদির বঙ্গানুবাদ

থাকিত। 'রিফর্মার' ও 'অনুবাদিকা'—উভয় পত্রেরই স্বত্বাধিকারী ছিলেন—প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

১৯। **সম্বাদ রত্নাকর**। (সাপ্তাহিক) ২২ আগস্ট ১৮৩১।

প্রচলিত ধর্ম ও আচারের সমর্থনই এই পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল। রামচন্দ্র পাল ইহার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ইহার প্রচার রহিত হয়।

২০। **সম্বাদ সারসংগ্রহ**। (সাপ্তাহিক) ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩১।

ইহাই বাঙালী সম্পাদিত সর্বপ্রথম ইংরেজী-বাংলা সংবাদপত্র। ইহাতে প্রধানত অন্যান্য বাংলা সংবাদপত্রের সারসঙ্কলন থাকিত।

২১। **জ্ঞানোদয়**। (মাসিক) ডিসেম্বর ১৮৩১।

রামচন্দ্র মিত্র ও কৃষ্ণধন মিত্র ইহা প্রকাশ করেন। 'জ্ঞানোদয়' ছেলেদের জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে প্রধানত নীতিকথা, ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ক কাহিনী স্থান পাইত। 'জ্ঞানোদয়' ২০ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইং ১৮৩২

২২। **বিজ্ঞানসেবধি**। (মাসিক) এপ্রিল ১৮৩২।

ইহার প্রথম সংখ্যার আখ্যাপত্র এইরূপ: "বিজ্ঞানসেবধি অর্থাৎ শিল্প শাস্ত্রের নিধি—লার্ড ব্রোহেম সাহেবের লিখিত বিজ্ঞান শাস্ত্রের অভিপ্রায় ও ফল এবং সন্তোষাদির বিবরণ হইতে শ্রীযুক্ত এইচ এইচ উইল্‌সন সাহেবের আদেশে শ্রীযুত বাবু অমলচন্দ্র গাঙ্গলি ও কাশীপ্রসাদ ঘোষ দ্বারা ভাষান্তর হয় ইউরোপীয় সকল বিজ্ঞানশাস্ত্র ভাষান্তরার্থে সমাজ কর্তৃক শোধিত হইয়া প্রকাশিত হইল ১ সংখ্যা…ইং ১৮৩২ শাল"।

আমি ইহার প্রথম দ্বাদশ সংখ্যা দেখিয়াছি ; ৯ম ও ১০ম সংখ্যার প্রকাশকাল—১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ।

২৩। **দলবৃত্তান্ত**। (সাপ্তাহিক ?) ইং ১৮৩২।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে এই সাময়িক-পত্রখানি প্রকাশিত হয়। সামাজিক দলাদলির সংবাদই ইহাতে স্থান পাইত।

২৪। **সংবাদ রত্নাবলী**। (সাপ্তাহিক) ২৪ জুলাই ১৮৩২।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "প্রভাকর সম্পাদন দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র সাধারণ্যে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার কবিত্ব এবং রচনাশক্তি দর্শনে আন্দুলের জমিদার বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক, ১২৩৯ সালের ১০ই শ্রাবণে [২৪ জুলাই ১৮৩২] 'সংবাদ রত্নাবলী' প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পত্রের সম্পাদক হয়েন।"

'সংবাদ রত্নাবলী' "এক বৎসর আট মাস তিন দিবস" পর্যন্ত জীবিত ছিল। ১৫ নবেম্বর ১৮৪৫ তারিখে ব্রজমোহন চক্রবর্তীর সম্পাদকত্বে ইহা পুনঃপ্রচারিত হয়।

২৫। **জ্ঞানসিন্ধু-তরঙ্গ**। (মাসিক ?) ইং ১৮৩২।

রসিককৃষ্ণ মল্লিক ইহার পরিচালক ছিলেন।

ইং ১৮৩৩

২৬। **বিজ্ঞানসারসংগ্রহঃ**। (পাক্ষিক···) সেপ্টেম্বর ১৮৩৩।

'বিজ্ঞানসারসংগ্রহ' একখানি দ্বিভাষিক (ইংরাজী-বাংলা) পাক্ষিক পত্র। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম পক্ষে। ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান এদেশে প্রচার করাই এই পত্রের উদ্দেশ্য ছিল। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী-শ্রেণীর তিন জন শিক্ষক—ডবলিউ. এম. উলেস্টন, গঙ্গাচরণ সেনগুপ্ত ও

নবকুমার চক্রবর্তী 'বিজ্ঞানসারসংগ্রহ' সম্পাদন করিতেন। এই পত্রের ইংরেজী নাম—*The Hindoo Manual of Literature.*

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস হইতে 'বিজ্ঞানসারসংগ্রহ' মাসিক-পত্রে পরিণত হয়। এই সময় হইতে ইহাতে ইউরোপীয় গ্রাহকদের জন্য উপাদেয় সংস্কৃত ও বাংলা রচনার অনুবাদও দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

২৭। **চার আনা পত্রিকা।** (মাসিক ?) ইং ১৮৩৩।

পাদরি লঙের মতে ইহা ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী-বাংলায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইং ১৮৩৫

২৮। **সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়।** (মাসিক···) ১০ জুন ১৮৩৫।

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' প্রথমে মাসিকপত্র-রূপে প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২, বুধবার। হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক ছিলেন। সেকালের প্রথা-মত 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র ললাটে উদ্দেশ্যবাচক একটি শ্লোক থাকিত। প্রথম সংখ্যায় যে শ্লোকটি প্রকাশিত হয়, তাহা এইরূপ :—

অজ্ঞানরূপং তিমিরং বিনশ্য জ্ঞানপ্রকাশং প্রতিমাসমেব।
বিস্তীর্য্য লোকে হরচন্দ্রকেতুঃ সম্পূর্ণচন্দ্রোদয় এব ভাতি।

পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে কিন্তু স্বতন্ত্র একটি শ্লোক মুদ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

দশ পঞ্চ কলা পূর্ণে পূর্ণিমায়াম্বিধৌ পুনঃ।
অধুনা হরচন্দ্রেণ পূর্ণচন্দ্রোদয়ঃ কৃতঃ।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৯এ এপ্রিল 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের 'ক্যালকাটা মন্থলী জর্নালে' প্রকাশ :—

The Sungbad Purno Chundrodoy.—The Monthly-Magazine of this name, has since the 19th April, been changed to a weekly Literary and Political Journal. (P. 201)

তিন বৎসরের উপর হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১২৪৫ সালের পৌষ (১৮৩৯, জানুয়ারি ?) মাস হইতে কলিকাতা আমড়াতলার আঢ্য-পরিবারের উদয়চন্দ্র আঢ্য ইহার সম্পাদক হন। ২৭ এপ্রিল ১৮৩৯ তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে প্রকাশ :—

"১২৪৫ সাল, পৌষ।—সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং তৎসম্পাদন কার্য্যে শ্রীউদয়চন্দ্র আঢ্যের নাম প্রকাশ হয়।"

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে উদয়চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। খুব সম্ভব, এই সময় হইতেই নিম্নের শ্লোকটি পত্রিকার কণ্ঠে মুদ্রিত হইত :—

দৃষ্ট্বা হৃষ্ট্যা শশাঙ্কং দিনরুচিরহিতং সাঙ্কহ্রাসং নিরঙ্কং ধাতা সংবাদ
সোমং গুণময়মসৃজৎ পঙ্কজঘ্নং তমোঘ্নং।
স্বাঢ্যে সাঢ্যে সলেখে সমধুহৃদয়িতেঽদ্বৈতচন্দ্রে সুশৈলে
ভব্যোভব্যোভবাব্ধৌ হরপদহৃদি সংপূর্ণচন্দ্রোদয়োসৌ॥

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' দৈনিকের কলেবর ধারণ করে ; ১৯ নবেম্বর ১৮৪৪ তারিখের একখানি কীটদষ্ট 'সংবাদ ভাস্করে' প্রকাশ :—

"আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় * * * দৈনিক হই * * * সম্পাদক মহাশয় প্রতি দিবসীয় পূর্ণচন্দ্রের যে আকার করিয়াছেন এতদাকার সমাচার পত্রে সাধারণের অশ্রদ্ধা হইয়া গিয়াছে··· ।"

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অদ্বৈতচন্দ্রের মৃত্যুর পর তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাস পর্যন্ত পত্রিকা সম্পাদন করেন। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র পঞ্চম সম্পাদক মহেন্দ্রনাথ আঢ্য ; ১৩১৪ সালের বৈশাখ মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার পর আরও ১১ মাস চলিয়া 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' বন্ধ হইয়া যায়।

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' সে-যুগের একখানি উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র ছিল।

২৯। **ভক্তিসূচক**। (সাপ্তাহিক) সেপ্টেম্বর ১৮৩৫।

ইহাতে প্রধানতঃ বিষ্ণুভক্তির আলোচনা প্রকাশিত হইত।

সংবাদপত্রের শৃঙ্খল মোচন

১৮২৩ হইতে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মুদ্রাযন্ত্র শৃঙ্খলিত ছিল। মুদ্রাযন্ত্র-বিধির ফলে গবর্মেণ্টের হাতে যথেচ্ছ ক্ষমতা থাকিলেও কার্যতঃ সংবাদ-পত্রগুলি অনেক দিন যাবৎ—বিশেষ করিয়া লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে (জুলাই ১৮২৮-মার্চ ১৮৩৫) স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিল। সংবাদপত্রের অবাধ আলোচনা হইতে রাষ্ট্রের কোন আশঙ্কার কারণ নাই—এই বিবেচনায় সার্ চার্লস্ মেটকাফ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ তারিখে মুদ্রাযন্ত্রের শৃঙ্খল মোচন করেন। এই সময় হইতে পরবর্তী বাইশ বৎসর সাময়িক-পত্রের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। সংবাদপত্রগুলিকে সর্বপ্রকারে বন্ধনমুক্ত করিয়া মেটকাফ শুধু এই আইন করিয়াছিলেন যে, অতঃপর সংবাদ অথবা সংবাদের সমালোচনাপূর্ণ কোন সাময়িক-পত্র প্রকাশ করিতে হইলে তাহার মুদ্রাকর ও প্রকাশককে সর্বাগ্রে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া এই মর্মে অঙ্গীকার-পত্র স্বাক্ষর করিতে হইবে যে, তাঁহারা প্রস্তাবিত কাগজের মুদ্রাকর ও প্রকাশক।

ইং ১৮৩৭

৩০। **সম্বাদ সুধাসিন্ধু।** (সাপ্তাহিক) ১৩ এপ্রিল ১৮৩৭।

প্রকাশকাল—২ বৈশাখ ১২৪৪। সম্পাদক—বটতলা-নিবাসী কালীশঙ্কর দত্ত। আয়ু—বৎসরেক কাল।

৩১। **সম্বাদ গুণাকর।** (অর্ধ-সাপ্তাহিক) ডিসেম্বর ১৮৩৭।

প্রকাশকাল—ডিসেম্বরের শেষাশেষি ১৮৩৭। সম্পাদক—শ্যামপুকুর-নিবাসী গিরিশচন্দ্র বসু।

ইং ১৮৩৮

৩২। **সংবাদ দিবাকর।** (সাপ্তাহিক) ডিসেম্বর ১৮৩৮।

প্রকাশকাল—পৌষ ১২৪৫। সম্পাদক—গঙ্গানারায়ণ বসু।

৩৩। **সংবাদ সৌদামিনী।** (সাপ্তাহিক) ডিসেম্বর ১৮৩৮।

১২৪৫ সালের পৌষ মাসে, কলুটোলা-নিবাসী কালাচাঁদ দত্তের সম্পাদকত্বে এই দ্বিভাষিক (ইংরেজী-বাংলা) পত্রখানি প্রকাশিত হয়। আয়ু—তিন বৎসর।

৩৪। **সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়ী।** (সাপ্তাহিক) ইং ১৮৩৮।

প্রকাশকাল—১২৪৪ বঙ্গাব্দ। সম্পাদক—পার্বতীচরণ দাস। ইহার বিজ্ঞাপন, সংবাদ ও সম্পাদকীয় স্তম্ভ সমস্তটাই কবিতায় প্রকাশিত হইত। নমুনা :—

আমারদের যে বিজ্ঞাপন দিবে গো।
তাহার পঙক্তির প্রতি মূল্য চারি আনা গো॥
চারি ঘোড়ার গাড়ি চোড়ে গত দিনে বেকালে গো।
গিয়াছেন গবনর সাহেব চানকের বাগানে গো॥
কলিকালে যত সব ভাল মানুসের ছেলে গো।
লেখা পড়া শিখে কেহ ধর্ম কর্ম মানে না গো॥

ইং ১৮৩৯

৩৫। **সম্বাদ ভাস্কর।** (সাপ্তাহিক…) মার্চ ১৮৩৯।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে (চৈত্র ১২৪৫) এই সাপ্তাহিকপত্র শ্রীনাথ রায়ের সম্পাদকত্বে সিমলা হইতে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক-রূপে শ্রীনাথ রায়ের নাম থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহার পরিচালক ছিলেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্চায)। 'সম্বাদ ভাস্কর' প্রকাশিত হইলে 'জ্ঞানান্বেষণ' লিখিয়াছিলেন :—

"পূর্বে আমারদিগের যে পণ্ডিত ছিলেন তিনি ভাস্কর নামক সংবাদ কাগজ প্রকাশ করিয়াছেন ঐ সম্বাদ পত্র অতি উত্তম হইয়াছে… ।"

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "সিমলের রাধাকৃষ্ণ মিত্রের [সাতুবাবুর ভগ্নীপতির] চতুর্থ পুত্র জীবনকৃষ্ণের আনুকূল্যে শ্রীনাথ

রায় ইহা প্রকাশ করেন।" এই উক্তি একেবারে অমূলক নাও হইতে পারে ; কিন্তু এ কথা সত্য যে, গোড়া হইতেই আন্দুল-নিবাসী মথুরানাথ মল্লিকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনাথ মল্লিক 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীনাথ মল্লিকের মৃত্যু হইলে গৌরীশঙ্কর তাঁহার সম্বন্ধে এক দীর্ঘ প্রস্তাব লেখেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, "...শ্রীনাথবাবু [বহু] কাল আমারদিগকে টাকা দিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন, আমারদিগের সেই প্রতিপালক মিত্র গেলেন।"

'সম্বাদ ভাস্করে'র শিরোভাগে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

গৌরীশঙ্করবক্ত্রপদ্মহৃদয়ে শ্রীনাথপদ্মাতুরো মগ্নোহয়ং সমুদেতি
ভাস্করবরঃ সম্বাদপদ্মোদয়ৈঃ।
হৃৎপদ্মপ্রকটায় সন্ততমহো সম্বাদপদ্মার্থিনাং লোকানাং খলু
বেদপদ্মপ্রকটৈঃ শ্রীপদ্মযোনির্যথা ॥

এই শ্লোকটির পরিবর্তে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস হইতে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ-রচিত নিম্নের শ্লোকটি 'সম্বাদ ভাস্করে'র কণ্ঠে শোভা পাইত :—

ভাতর্বোধসরোজ কিং চিরয়সে মৌনস্থ নায়ং ক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরং
ব্রজ ন তেঽবস্থানমত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সৎকৃত্যমত্যাদরাদ্গৌরীশঙ্করপূর্ব্বপর্ব্বত-
মুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ ॥

কিছু দিন পরে এই দ্বিতীয় শ্লোকটির সহিত আরও একটি শ্লোক সংযুক্ত হয়। শ্লোকটি এইরূপ :—

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতে নব্যায়তে শাশ্বতঃ শশ্বৎস্বাত্ম-
গুণাম্বুজোজ্জ্বলকরো দোষান্তকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশবিলাস এষ বিলসন্মঞ্জুরুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্করপূর্ব্ব-
পর্ব্বতমুখাদ্বোজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ ॥

গৌরীশঙ্করের মৃত্যুর পর এই অতিরিক্ত শ্লোকটি আর ছাপা হইত না।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে গৌরীশঙ্করের সহযোগী শ্রীনাথ রায়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে ১৪ নবেম্বর ১৮৪০ তারিখে 'ক্যালকাটা কুরিয়ার' লিখিয়াছিলেন :—

We understand that the death of Sreenauth Roy will not, in the least, diminish the usefulness and efficiency of the *Bhaskar*,...Sreenauth Roy was not the principal editor of the paper. His contributions to it formed but a small part of the editorials. The individual to whom praise is due for the able manner in which that paper has hitherto been conducted, is still in the land of the living. He is the quondam Bengally editor of the *Gyannaneshum*. His writings, as far as we have been able to judge, are always characterized by good sense and vigorous style. Being freed from the trammels of Hindoo superstition, he gladly embraces every opportunity of exposing the folly of his bigotted countrymen, and shewing the great utility of cultivating European language....

গৌরীশঙ্করই যে 'সম্বাদ ভাস্করে'র প্রধান সম্পাদক ছিলেন, তাহার আরও একটি প্রমাণ দিতেছি। ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৪৪ তারিখের একখানি কীটদষ্ট 'সম্বাদ ভাস্কর' পাইয়াছি; এই সংখ্যায় গৌরীশঙ্কর তাঁহার "প্রতিপালক মিত্র" শ্রীনাথ মল্লিকের মৃত্যুতে লেখেন :—

"এজন্য এই ভাস্কর পত্র শ্রীনাথ রায়ের নামে প্রথম প্রকাশ করি, * * * * লিখিব এবং আবশ্যক মতে টাকা * * * লইব, যাহা লভ্য হইবে শ্রী * * * শ্রীনাথ রায় আমারদি * * * * মাত্র সম্পাদক হইয়া * * * করিতে লাগিলেন, এবং * * * কিঞ্চিৎ কাল পরেই রসরাজ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় কটক হইতে আসিয়া পূর্ব্বালাপিত শ্রীনাথ রায়ের সঙ্গে আমারদিগের বাসায় আসিয়া রহিলেন, তাহাতেই রসরাজ পত্র কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশ করেন, এবং এই দুই ব্যক্তিই আমারদিগের বাসায় রহিলেন,…।"

'সম্বাদ ভাস্কর' প্রথমাবস্থায় সাপ্তাহিক পত্র ছিল। ইহা "শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের বাটীতে প্রতি মঙ্গলবারে ভাস্কর যন্ত্রে প্রকাশিত হয়।" ১৪ জানুয়ারি ১৮৪৮ হইতে 'সম্বাদ ভাস্কর' অর্ধ-সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। এই সময় হইতে ইহা "কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল

এবং শুক্রবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।" ১২ এপ্রিল ১৮৪৯ তারিখ হইতে ইহা সপ্তাহে তিন বার—মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবারে বাহির হইতে আরম্ভ করে।

'ভদ্রার্জ্জুন'-প্রণেতা তারাচরণ শীকদার 'সম্বাদ ভাস্করে'র সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত যুক্ত ছিলেন "যিনি আমারদিগের যন্ত্রালয়ে বঙ্গভাষায় ইংরাজির অনুবাদ করিতেন"। তারাচাঁদ, ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে 'বিদ্যারত্ন' নামে একখানি অল্পায়ু পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯ তারিখে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের মৃত্যু হয়। তিনি অপুত্রক ছিলেন। অতঃপর তাঁহার পালিত পুত্র ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য 'সম্বাদ ভাস্কর' প্রকাশ করিতে থাকেন।

'সম্বাদ ভাস্কর' বহু দিন স্থায়ী হইয়াছিল। ইহা সে-যুগের একখানি উৎকৃষ্ট সমাচারপত্র।

৩৬। **সম্বাদ রসরাজ**। (সাপ্তাহিক…) ২৯ নবেম্বর ১৮৩৯।

১৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৬ তারিখে এই সাপ্তাহিক-পত্রখানি প্রকাশিত হয়। কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক ছিলেন; কিন্তু ইহার প্রকৃত পরিচালক ছিলেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। কালীকান্তের পর কিছু দিন গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের, এবং গঙ্গাধরের মৃত্যুর (১৩ মে ১৮৫৩) পর ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায়ের নামে কাগজখানি প্রকাশিত হইত। 'সম্বাদ রসরাজে'র গ্রাহক-সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এই কারণে শীঘ্রই ইহা অর্ধ-সাপ্তাহিক-পত্রে পরিণত হয়। গালিগালাজ ও অশ্লীল রচনা প্রকাশ করিয়া 'সম্বাদ রসরাজ' অনেকেরই বিরাগভাজন হইয়াছিল; এমন কি, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের একাধিক বার কারাবাসও ঘটে। কিন্তু ইহাতেও গৌরীশঙ্করের চৈতন্য হয় নাই। শেষে

"…[১২৬৩] ২৮ অগ্রহায়ণের রসরাজে বিধবা বিবাহের অনুকূলে অত্র নগরীয় সর্ব্বমান্য দলপতি মহামতি মহোদয়দিগের পরিবার পরীবাদ অকথ্য অসত্য প্রকাশ করাতে ভুবনমান্য কলিকাতার রাজগণেরাই রসরাজের মুণ্ডপাতার্থে দণ্ডধর হইলেন, ধীরাগ্রগণ্য অক্রোধী শ্রীমন্মহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের ক্রোধ উপস্থিত হওয়াতে

রসরাজের নামে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রীম কোর্টে অভিযোগের উদ্যোগ করাতেই…ভয়ে রসরাজ অবনত হইয়া রাজাবাহাদুরের কমলকরে আত্মসমর্পণ করতঃ প্রাণত্যাগ করিয়াছে আপদের শান্তিঃ হইয়াছে,… ।"

৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭ (২২ মাঘ) তারিখে 'সম্বাদ রসরাজ' "রসরাজ বিদায়" লিখিয়া অন্তহিত হয়।

গৌরীশঙ্করের মৃত্যুর (৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯) পর তাঁহার পালিত পুত্র ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে 'সম্বাদ রসরাজ' পুনঃ-প্রকাশ করিয়াছিলেন। নবপর্যায় পত্রিকার কণ্ঠে এই শ্লোকটি থাকিত :—

> সতাং স্বান্তে শ্রান্তং শমসুখমসীমম্ প্রকটয়ন্ বিদগ্ধানাং সদ্যঃ কুসুমশরলীলাং প্রকলয়ন্।
>
> গুণানাবিষ্কুর্বন্ গুণিষু খলগর্ব্বানপহরন্ রসোদস্তোদ্গারী জগতি রসরাজো বিজয়তে॥

'সম্বাদ রসরাজ' পূর্বস্বভাব ত্যাগ করিতে পারেন নাই। অযথা গালাগালি ও নিন্দার ফলে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে "ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায় ও ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্যের বিচার হইয়া ক্ষেত্রমোহনের ৫০০ টাকা জরিমানা ও ৩ মাস মিয়াদ এবং ধর্ম্মদাসের এক মাস মিয়াদ হইয়াছে।" ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে 'সম্বাদ রসরাজ' নব কলেবরে উদিত হয়; "আহ্লাদের বিষয় এই ইহাতে এক্ষণে আর কোন অশ্লীল বিষয় লিখিত হইবে না। সম্পাদক ইহাকে সাহিত্য পত্র করিবেন কল্পনা করিয়াছেন।"

৩৭। সংবাদ অরুণোদয়। (দৈনিক) ডিসেম্বর ১৮৩৯।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে এই দৈনিক পত্রখানি জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহা কয়েক মাস মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল।

ইং ১৮৪০

৩৮। **মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী**। (সাপ্তাহিক) ১০ মে ১৮৪০।

মফস্বল হইতে প্রকাশিত ইহাই প্রথম সংবাদপত্র। 'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী' কাশিমবাজার-রাজ কৃষ্ণনাথ রায়ের আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন গুরুদয়াল চৌধুরী। এক বৎসর পরে "মুর্শিদাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেটের কোপে উক্ত রাজা বাহাদুর বর্ত্তমানেই তাহার প্রাণবিয়োগ হয়।"

৩৯। **সংবাদ সুজনরঞ্জন**। (সাপ্তাহিক) মে ১৮৪০।

প্রকাশকাল—মে ১৮৪০। সম্পাদক—হেরম্বচরণ মুখোপাধ্যায়।

৪০। **আয়ুর্বেদ দর্পণঃ**। (মাসিক) জুন ১৮৪০।

২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৭ তারিখে এই মাসিক-পুস্তকের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ইহা "চানকগ্রাম নিবাসি শ্রীশ্রীনারায়ণ রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীতঃ।" তিন খণ্ড প্রকাশের পর ইহা বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে (আষাঢ় ১২৫৯) 'আয়ুর্বেদ দর্পণঃ' পুনঃপ্রকাশিত হয়। এবারও অল্প দিন পরে—১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দেই 'আয়ুর্বেদ দর্পণে'র প্রচার রহিত হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় পর্যায়ের চারি খণ্ড 'আয়ুর্বেদ দর্পণঃ' একত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

৪১। **গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট্**। (সাপ্তাহিক) ১ জুলাই ১৮৪০।

এই রাজকীয় বার্তাবহ শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইত। গবর্ণমেণ্টের আইন-কানুনের বঙ্গানুবাদই ইহাতে স্থান পাইত। 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক জে. সি. মার্শম্যান ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি পর্যন্ত 'গবর্নমেণ্ট্ গেজেট্'-এর সম্পাদক ছিলেন। তাহার পর পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য সম্পাদকতা করেন বলিয়া জানা যায়।

৪২। **জ্ঞানদীপিকা**। (সাপ্তাহিক) ইং ১৮৪০।

প্রকাশকাল—১২৪৭ সাল। সম্পাদক—ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

ইং ১৮৪১

৪৩। **সংবাদ ভারতবন্ধু**। (সাপ্তাহিক) ইং ১৮৪১।

প্রকাশকাল—১২৪৮ সাল। সম্পাদক—শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪৪। **সংবাদ নিশাকর**। (সাপ্তাহিক) ইং ১৮৪১।

প্রকাশকাল—১২৪৮। সম্পাদক—নীলকমল দাস।

ইং ১৮৪২

৪৫। **বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর**। (মাসিক…) এপ্রিল ১৮৪২।

প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতির সহায়তায় রামগোপাল ঘোষ 'বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর' নামে এক ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহা প্রথমে মাসিকপত্র-রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—এপ্রিল ১৮৪২।

'বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর' প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হয়:—

"অস্মদ্দেশীয় জনগণের জ্ঞান ও সুখের বৃদ্ধি যাহাতে হয় তাহাতে প্রবৃত্তির উপযোগি বিষয় সকল আমাদিগের সাধ্যানুসারে কিঞ্চিৎ আন্দোলন করণার্থে আমরা এতৎ পত্র প্রকাশ করণে উদ্যত হইয়াছি এবং যেপ্রকার সময় উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আমারদিগের উদ্যোগের আনুকূল্যের সম্ভাবনা, যেহেতু রাজ্যশাসনকারীরা প্রজার মঙ্গল বিষয়ে পূর্বাপেক্ষা অধিক সচেষ্ট হইতেছেন এবং ভারতবর্ষস্থ ও ইংলণ্ডদেশস্থ ইংরাজের মধ্যে অনেকের অন্তঃকরণে আমারদিগের হিতেচ্ছা প্রবল হইতেছে। অপর এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও স্বদেশের হিতাকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে এবং তাঁহারা বিশেষ যত্নবান্ হইলে তাঁহাদিগের দ্বারা অনেক উপকার দর্শিতে পারে। আর তদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তিদিগের স্ব স্ব মতের

বিরুদ্ধ কথা শ্রবণে যে দ্বেষ তাহার হ্রাস হইতেছে। অতএব এতদ্রূপ অবস্থায় গবর্ণমেন্টের সমীপে দুঃখ সমূহ নিবেদন পূর্ব্বক যাহাতে ঐ ক্লেশ নিবারণ এবং দেশের অবস্থার উৎকৃষ্টতা হয় তাহার প্রার্থনা, এবং আমারদিগের প্রার্থিত বিষয়ে সাহায্য করণার্থে ইংরাজদিগের অনুরোধ করা আর সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে স্বদেশের মঙ্গলার্থে সম্যক্ প্রকারে যত্ন করিতে প্রবৃত্তি প্রদান, এবং অস্মদ্দেশীয় সাধারণ জনগণকে স্বস্বহিতাহিত উত্তমরূপে বিবেচনা দ্বারা উৎসাহাবলম্বন পূর্ব্বক আপনারদিগের মঙ্গলার্থে সচেষ্টিত হইতে প্রার্থনা করা আমাদিগের যথাসাধ্য অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ানুসারে আমরা এতৎপত্রে ঐ সকল বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিব যদ্দারা রীতি ব্যবহারাদির উত্তমতা এবং বিদ্যা, কৃষিকর্ম্ম, ও বাণিজ্যাদির বৃদ্ধি আর রাজ্যশাসন কার্য্যের সুনিয়ম হইয়া প্রজাদিগের সর্ব্বপ্রকারে উন্নতি হয়।"

পাঁচ মাস মাসিকরূপে চলিয়া 'বেঙ্গাল স্পেকৃটেটর' ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে পাক্ষিক পত্রে, এবং পর-বৎসর মার্চ মাস হইতে পাক্ষিক হইতে সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ নবেম্বর তারিখের (২য় খণ্ড, ৩৯ সংখ্যা) পত্রই ইহার শেষ সংখ্যা।

'বেঙ্গাল স্পেকৃটেটর' এ-যুগের একখানি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা।

৪৬। **বিদ্যাদর্শন**। (মাসিক) জুন ১৮৪২।

১৭৬৪ শকের আষাঢ় মাসে স্বনামখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্ত ও প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ এই মাসিকপত্রখানি প্রকাশ করেন। 'বিদ্যাদর্শন' প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হয়:—

"এতৎ পত্রে এমত সকল বিষয়ের আলোচনা হইবেক, যদ্দারা বঙ্গভাষায় লিপি বিদ্যার বর্ত্তমান রীতি উত্তম হইয়া সহজে ভাব প্রকাশের উপায় হইতে পারে। যত্নপূর্ব্বক নীতি, ও ইতিহাস, এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি বহুবিদ্যার বৃদ্ধি নিমিত্ত নানা প্রকার গ্রন্থের অনুবাদ করা যাইবেক, এবং দেশীয় কুরীতির প্রতি বহুবিধ যুক্তি, ও প্রমাণ দর্শাইয়া তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা হইবেক। তদ্ভিন্ন রূপকাদিলিখনে এক২ প্রকার নূতন নিয়ম প্রস্তুত করা যাইবেক।...উত্তম২ কবিতা যিনি লিখিয়া

প্রেরণ করিবেন তাহা অবশ্য আমারদিগের বিচারের সহিত প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না।"

'বিদ্যাদর্শন' পত্র ছয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা একখানি সুপরিচালিত পত্রিকা ছিল।

৪৭। **সংবাদ ভৃঙ্গদূত।** (সাপ্তাহিক) ইং ১৮৪২।

প্রকাশকাল—১২৪৯ সাল। সম্পাদক—নীলকমল দাস।

ইহা ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পুনঃপ্রকাশিত হইয়া পর-বৎসর বিলুপ্ত হয়।

ইং ১৮৪৩

৪৮। **মঙ্গলোপাখ্যান পত্র।** (মাসিক) জানুয়ারি ১৮৪৩।

"*The Evangelist* মঙ্গলোপাখ্যান পত্র" শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। খ্রীষ্টতত্ত্বই ইহাতে আলোচিত হইত। ইহার সম্পাদক ছিলেন—জে. রবিনসন। মঙ্গলোপাখ্যান পত্র ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলিয়াছিল।

৪৯। **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।** (মাসিক···) ১৬ আগস্ট ১৮৪৩।

"কলিকাতা নগরে শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে ১৭৬১ শকের ২১ আশ্বিন দিবসে" তত্ত্ববোধিনী সভা সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল "ব্রহ্ম সমাজ যাহাতে স্থানে স্থানে স্থাপিত হয়, এবং যে রূপেতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরম ধর্ম্ম বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার হয়, তাহার সাধন।" ১৬ আগস্ট ১৮৪৩ তারিখে এই সভার মুখপত্রস্বরূপ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

"তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য পরস্পর দূর দূর স্থায়ী প্রযুক্ত সভার সমুদয় উপস্থিত কার্য্য সর্ব্বদা জ্ঞাত হইতে পারেন না, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলনা এবং

উন্নতি কি প্রকার হইবেক? অতএব তাহারদিগের এ সকল বিষয়ের অবগতির জন্য এই পত্রিকাতে সভার প্রচলিত কার্য্য বিষয়ক বিবরণ প্রচার হইবেক।

অনেক সভ্য দূরদেশ বশতঃ বা শরীরগত অস্বস্থতা হেতু বা কোন কার্য্যক্রমে অথবা অন্য কোন দৈব বিপাকে ব্রহ্মসমাজে উপস্থিত হইতে অশক্ত হয়েন বিশেষতঃ তাঁহারদিগের নিমিত্তে উক্ত সমাজের ব্যাখ্যান সময়ে সময়ে এই পত্রিকাতে প্রকটিত হইবেক।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা এইক্ষণে সাধারণের অপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং অনেকে তাহার মর্ম্ম জানিতে বাসনা করেন, অতএব সেই সকল গ্রন্থ এবং অন্য যে কোন গ্রন্থ যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসঙ্গ আছে তাহা এই পত্রিকাতে উদ্ধৃত হইবেক।

পরব্রহ্মের উপাসনার প্রকার এবং তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ জ্ঞাপনার্থে এবং সর্ব্বোপাসনা হইতে পরব্রহ্মের উপাসনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে ইহা জানাইবার নিমিত্তে আমারদিগের শাস্ত্রের সার মর্ম্ম সংগৃহীত হইবেক। বিচিত্র শক্তির মহিমা জ্ঞাপনার্থে সৃষ্ট বস্তুর বর্ণনা এবং অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশিত হইবেক।

কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা না থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় না, অতএব যাহাতে লোকের কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি থাকিবার চেষ্টা হয় এবং মন পরিশুদ্ধ হয় এমত সকল উপদেশ প্রদত্ত হইবেক।"

প্রথম বারো বৎসরের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম্পাদন করেন—অক্ষয়কুমার দত্ত। তাঁহার কৃতিত্ব সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 'আত্মজীবনী'তে লিখিয়াছেন :—

"তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদপত্রই ছিল। তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্বপ্রথমে সেই অভাব পূরণ করে।"

অক্ষয়কুমার দত্তের পর যাঁহারা "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক" নির্বাচিত হন, তাঁহাদের নাম ও কার্যকালের তালিকা :—

(১) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ২৫ ডিসেম্বর ১৮৫৯—১৮৬১ ; এপ্রিল ১৯০৯—এপ্রিল ১৯১০ ; এপ্রিল ১৯১৫—জানুয়ারি ১৯২৩ (ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগে)। (২) অযোধ্যানাথ পাকড়াশী : ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৫—এপ্রিল ১৮৬৭ ; এপ্রিল ১৮৬৯—আগস্ট ১৮৭৩। (৩) হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন : এপ্রিল ১৮৬৭—এপ্রিল ১৮৬৯ ; এপ্রিল ১৮৭৭—সেপ্টেম্বর ১৮৮৪। (৪) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : সেপ্টেম্বর ১৮৮৪—এপ্রিল ১৯০৮। (৫) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : এপ্রিল ১৯১০—এপ্রিল ১৯১৫। (৬) ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর : এপ্রিল ১৯১৫—জানুয়ারি ১৯২৩ (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগে) ; জানুয়ারি ১৯২৩—...

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' দীর্ঘকাল চলিয়া অল্পদিন হইল বন্ধ হইয়াছে।

ইং ১৮৪৪

৫০। **কায়স্থ কৌস্তুভ**। ১৭ জুলাই ১৮৪৪।

এই সাময়িক-পত্রে কায়স্থ উৎপত্তির বিবরণ, কায়স্থ জাতি যে ক্ষত্রিয় বর্ণ, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রোক্ত বচন প্রভৃতি আছে। ইহার ২য় সংখ্যা ১১ মার্চ ১৮৪৫ ও তৃতীয় সংখ্যা ৫ মে ১৮৪৮ তারিখে প্রকাশিত হয়। রাজনারায়ণ মিত্র কর্তৃক এগুলি সংগৃহীত।

৫১। **সর্ব্বরসরঞ্জিনী**। (সাপ্তাহিক) ইং ১৮৪৪।

৫২। **সংবাদ রাজরাণী**। (সাপ্তাহিক) ইং ১৮৪৪।

প্রকাশকাল—১২৫১ সাল ; সম্পাদক—গঙ্গানারায়ণ বসু।

৫৩। **পক্ষির বিবরণ**। ইং ১৮৪৪।

'পশ্বাবলী'-সম্পাদক রামচন্দ্র মিত্র পক্ষিতত্ত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি সংখ্যা প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়া কলিকাতা স্কুলবুক-সোসাইটির সাহায্যে ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে "পক্ষির বিবরণ। Ornithology No. 1" বাহির করেন। ইহার আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই।

ইং ১৮৪৬

৫৪। **নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা**। (পাক্ষিক…) ১২ জানুয়ারি ১৮৪৬।

১২৫২ সালের "মকর সংক্রমণ দিবস" হইতে 'নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা' নামে একখানি পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হয়। হিন্দুধর্ম্মের সপক্ষতা করাই এই পত্রিকা প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য। নন্দকুমার কবিরত্ন ইহার সম্পাদক ছিলেন। 'নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা'র কণ্ঠে নিম্নোক্ত শ্লোকটি মুদ্রিত থাকিত :—

একো বিষ্ণুর্ন দ্বিতীয়ঃ স্বরূপঃ।

—০—

সদ্বিচারজুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা
নিত্যানিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌষেয়বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজলজলদশ্যামলং স্মেরবক্তং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্তয় ত্বং মনো মে।

দশ বৎসর পাক্ষিকরূপে চলিয়া 'নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা' মাসিকপত্রে পরিণত হয়।

৫৫। **জগদুদ্দীপক ভাস্কর**। (সাপ্তাহিক) ১১ জুন ১৮৪৬।

ইহা মুসলমান-পরিচালিত দ্বিতীয় বাংলা সংবাদপত্র। বাংলা ছাড়া আরও চারিটি ভাষায়—ইংরেজী (*Indian Sun*), হিন্দী, ফার্সী, ('দফত বেওয়াকেয়াত') এবং উর্দ্দু বা হিন্দুস্থানীতে 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' প্রকাশিত হইত। মৌলবী নাসীরউদ্দীন এই পত্রিকাখানির প্রকাশক। তিন মাস যাইতে না যাইতেই 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' পত্রের প্রচার রহিত হয়।

৫৬। **পাষণ্ডপীড়ন।** (সাপ্তাহিক) ২০ জুন ১৮৪৬।

৭ আষাঢ় ১২৫৩ তারিখে প্রভাকর যন্ত্র হইতে, সীতানাথ ঘোষের সম্পাদকত্বে, এই সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ রসরাজ' পত্রের সহিত কবিতা-যুদ্ধ করিবার জন্যই 'পাষণ্ডপীড়নে'র আবির্ভাব। এই সকল কবিতা অশ্লীলতা ও কুৎসাপূর্ণ। ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে 'পাষণ্ডপীড়নে'র প্রচার রহিত হয়।

৫৭। **সত্যসঞ্চারিণী পত্রিকা।** (মাসিক) আগস্ট ১৮৪৬।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতায় সত্যসঞ্চারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার মুখপত্র-স্বরূপ 'সত্যসঞ্চারিণী পত্রিকা' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। শ্যামাচরণ বসু ইহার সম্পাদক ছিলেন। ১৪ নবেম্বর ১৮৪৭ তারিখে সম্পাদকের মৃত্যু হইলে পত্রিকাখানিও বন্ধ হইয়া যায়।

৫৮। **সমাচার জ্ঞানদর্পণ।** (সাপ্তাহিক) ১৭ অক্টোবর ১৮৪৬।

ভাস্কর যন্ত্রালয় হইতে উমাকান্ত ভট্টাচার্যের সম্পাদকত্বে এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ১২৫৬ সালের আশ্বিন (১৮৪৯ সেপ্টেম্বর) মাসে 'সমাচার জ্ঞানদর্পণে'র প্রচার রহিত হয়।

৫৯। **জগদ্বন্ধু।** (মাসিক) ইং ১৮৪৬।

সীতানাথ ঘোষ, ব্রজলাল কারফরমা ও উমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি হিন্দুকলেজের কয়েক জন শিক্ষিত যুবকের চেষ্টায় ১২৫৩ সালে 'জগদ্বন্ধু' নামে একখানি মাসিকপত্রের জন্ম হয়। সীতানাথ ঘোষ এই পত্রের সম্পাদক ছিলেন। ১২৫৫ সালে পত্রিকাখানির প্রচার রহিত হয়। ১ বৈশাখ ১২৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

"...বর্ত্তমান বর্ষে [১২৫৫] জগদ্বন্ধু পত্রিকার বিনাশ হওয়াতে আমরা অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছি, যেহেতু তাহাতে অতি উত্তম২ প্রবন্ধ সকল প্রকটিত হইত।"

ইং ১৮৪৭

৬০। **উপদেশক।** (মাসিক) জানুয়ারি ১৮৪৭।

'মঙ্গলোপাখ্যান' রহিত হইবার পর ঐ প্রকার একখানি পত্রের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় 'উপদেশক' প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন—পাদরি জে. ওয়েঙ্গার। ইহা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত চলিয়াছিল।

মার্ডক লিখিয়াছেন, ওয়েঙ্গার স্বদেশ হইতে ফিরিয়া ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে 'উপদেশক' পুনরায় প্রকাশ করেন; ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে উহার প্রচার রহিত হয়।

৬১। **দুর্জ্জন দমন মহানবমী।** (মাসিক···) ৯ ফেব্রুরারি ১৮৪৭।

"দুর্জ্জনদিগের দমন নিমিত্ত" ২৮ মাঘ ১২৫৩ তারিখে এই পত্রিকার আবির্ভাব। মথুরামোহন দাস গুহ ইহার সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকার শিরোভূষণ-স্বরূপ এই শ্লোকটি থাকিত :—

ধর্ম্মবিহিংসক দ্বিপদ পশূনাং কণ্ঠ গলিত রুধিরং স্পৃহয়ন্তী।
সম্প্রত্যুদয়বতীহ নবার্ধ্যাং শ্রীদুর্জ্জন দমন মহানবমী॥

পঞ্চম সংখ্যা (৭ই জুন) হইতে ইহা মাসে দুই বার প্রকাশিত হইতে থাকে। একাদশ সংখ্যায় (৯ সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন পাঠে জানা যায়, মথুরামোহন দাস গুহ পদত্যাগ করায় সহকারী সম্পাদক ঠাকুরদাস বসুই 'দুর্জ্জন দমন মহানবমী'র সম্পাদক ও একমাত্র স্বত্বাধিকারী হন। এই পত্রিকা পাঠে সুরুচির একান্ত অভাব লক্ষিত হয়। ইহার পৃষ্ঠা গালিগালাজ ও অশ্লীলতা-দোষে পূর্ণ।

৬২। **সংবাদ জ্ঞানাঞ্জন।** (সাপ্তাহিক) ১৫ এপ্রিল ১৮৪৭।

ইহা একখানি দ্বিভাষিক (ইংরেজী-বাংলা) সাপ্তাহিক পত্র। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—৩ বৈশাখ, ১২৫৪। চৈতন্যচরণ অধিকারী

ইহার সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তী পৌষ মাসে 'সংবাদ জ্ঞানাঞ্জনে'র অস্তিত্ব লোপ পায়।

৬৩। **হিন্দুধর্ম্ম চন্দ্রোদয়।** (মাসিক) মে ১৮৪৭।

প্রকাশকাল—বৈশাখ ১২৫৪। সম্পাদক—বিষ্ণুসভা-সম্পাদক হরিনারায়ণ গোস্বামী। স্থিতিকাল—এক বর্ষ।

৬৪। **সংবাদ কাব্যরত্নাকর।** (সাপ্তাহিক) ১৬ জুন ১৮৪৭।

১২৫৪ সালের ৩রা আষাঢ় জ্ঞানদর্পণ যন্ত্র হইতে এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। 'সম্বাদ রসরাজ' বা 'পাষণ্ডপীড়নে'র ন্যায় ইহাতে ব্যঙ্গবিদ্রূপই প্রধানতঃ স্থান পাইত। ইহার অভিভাবক ছিলেন—ভারত ভট্টাচার্য। প্রকৃতপক্ষে 'জ্ঞানদর্পণ'-সম্পাদক উমাকান্ত ভট্টাচার্য ও ভারত ভট্টাচার্য অভিন্ন ব্যক্তি।

৬৫। **হিন্দুবন্ধু।** (মাসিক) আগস্ট ১৮৪৭।

১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে এই মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। 'হিন্দুবন্ধু'তে খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে আলোচনাই বেশির ভাগ স্থান পাইত। ইহার সম্পাদক ছিলেন—উমাচরণ ভদ্র।

৬৬। **রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ।** (সাপ্তাহিক) আগস্ট ১৮৪৭।

১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে রংপুরে 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। রংপুরের কুণ্ডী পরগণার বিদ্যোৎসাহী ভূম্যধিকারী কালীচন্দ্র রায় চৌধুরীর ব্যয়ে গুরুচরণ রায় ইহা পরিচালন করিতেন। গুরুচরণবাবুর মৃত্যুর পর নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহে'র সম্পাদক হন (আগস্ট ১৮৫১)।

সিপাহী-বিদ্রোহের সময় লর্ড ক্যানিং মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক আইন করিলে 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহে'র প্রচার রহিত হয়।

৬৭। **সংবাদ সাধুরঞ্জন।** (সাপ্তাহিক) আগস্ট ১৮৪৭।

'পাষণ্ডপীড়ন' বন্ধ হইবার পর ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রের কণ্ঠদেশে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

প্রচণ্ড পাষণ্ড তরু প্রভঞ্জনঃ। সমস্ত সল্লোক মনোঽনুরঞ্জনঃ ॥
সদাসদালোচন লোচনাঞ্জনঃ। প্রকাশতি সংপ্রতি সাধুরঞ্জনঃ ॥
॥০॥ প্রচণ্ড পাষণ্ডরূপ তরুপ্রভঞ্জন। সমস্ত সজ্জনগণ মানসরঞ্জন ॥
॥০॥ সদা সৎ আলোচন লোচন অঞ্জন। সম্প্রতি প্রকাশ হল এ সাধুরঞ্জন ॥

'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রমণ্ডলীর কবিতা ও প্রবন্ধ স্থান পাইত। কিছু দিন পরে 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রের অবস্থা কিঞ্চিৎ সচ্ছল হইলে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা নবকৃষ্ণ রায়ের নাম সম্পাদক-রূপে প্রকাশ করেন। 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' ১২৬৬ সালের বৈশাখ মাস পর্যন্ত বাহির হইয়াছিল।

৬৮। **জ্ঞানসঞ্চারিণী।** (পাক্ষিক) নবেম্বর ১৮৪৭।

১২৫৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে এই পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হয়। গঙ্গানারায়ণ বসু ইহার সম্পাদক ছিলেন বলিয়া জানা যায়। "জ্ঞানসঞ্চারিণী পত্রিকা দ্বারা যে সকল মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক জ্ঞানসঞ্চারিণী পাঠশালা নামক এক অবৈতনিক বিদ্যালয় যাহা ছয় মাস অতীত হইল, কলিকাতার সিমুল্যা কাসারিটোলার নং ৪৮ ভবনে সংস্থাপন হইয়াছে, তদ্দ্বারা এই পাঠশালার মাসিক আয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইবেক।" (৮ম সংখ্যা, ১৫ মার্চ ১৮৪৮)।

৬৯। **সংবাদ সুজনবন্ধু।** (সাপ্তাহিক) ডিসেম্বর ১৮৪৭।

১২৫৪ সালের পৌষ মাসে এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। নবীনচন্দ্র দে ইহার সম্পাদক ছিলেন। ইহা ১২৫৬ সালে কিছু দিনের

জন্য বন্ধ হইয়া পুনরায় ঐ বৎসর মাঘ মাসে রাধাচরণ চৌধুরী কর্তৃক পুনঃপ্রকাশিত হয়।

৭০। **সংবাদ দিগ্বিজয়।** (সাপ্তাহিক) ডিসেম্বর ১৮৪৭।

প্রকাশকাল—পৌষ ১২৫৪। সম্পাদক—দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়।

৭১। **সংবাদ মনোরঞ্জন।** (সাপ্তাহিক) ডিসেম্বর ১৮৪৭।

প্রকাশকাল—পৌষ ১২৫৪। সম্পাদক—গোপালচন্দ্র দে।

৭২। **আক্কেলগুড়ুম।** (সাপ্তাহিক ?) ডিসেম্বর ১৮৪৭।

প্রকাশকাল—পৌষ ১২৫৪। সম্পাদক—ব্রজনাথ বন্ধু। ইহা ইংরেজী-বাংলায় প্রকাশিত হইত।

ইং ১৮৪৮

৭৩। **সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর।** (সাপ্তাহিক) এপ্রিল ১৮৪৮।

১ বৈশাখ ১২৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ :—

"[১২৫৫] বৈশাখ মাস।…জ্ঞানরত্নাকর পত্র প্রকাশ হয়।" বিশ্বম্ভর কর ইহার সম্পাদক ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

৭৪। **সংবাদ রত্নবর্ষণ।** (পাক্ষিক) জুন ১৮৪৮।

ভবানীপুর হইতে মাধবচন্দ্র ঘোষের সম্পাদকত্বে এই পাক্ষিক পত্রখানি প্রকাশিত হয়।

৭৫। **সংবাদ মুক্তাবলী।** (সাপ্তাহিক) ইং ১৮৪৮।

১২৫৫ সালের প্রথম ভাগে ইহা শিবপুর হইতে প্রকাশিত হয়। কালীকান্ত ভট্টাচার্য ইহার পরিচালক ও আন্দুল-রাজ রাজনারায়ণ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

৭৬। **সংবাদ অরুণোদয়।** (সাপ্তাহিক) ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮।

প্রকাশকাল—৩ আশ্বিন ১২৫৫। সম্পাদক—শ্যামপুকুর-নিবাসী পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭৭। **সংবাদ কৌস্তুভ।** (সাপ্তাহিক) অক্টোবর ১৮৪৮।

প্রকাশকাল—কার্তিক ১২৫৫। সম্পাদক—মহেশচন্দ্র ঘোষ।

৭৮। **জ্ঞানচন্দ্রোদয়।** (মাসিক ?) ইং ১৮৪৮।

১২৫৫ সালে রাধানাথ বসু কর্তৃক ইহা প্রকাশিত হয়।

৭৯। **সংবাদ দিনমণি।** (সাপ্তাহিক) ইং ১৮৪৮।

১২৫৫ সালে শম্ভুচন্দ্র মিত্র ইহা প্রকাশ করেন।

ইং ১৮৪৯

৮০। **সংবাদ রসসাগর।** (সাপ্তাহিক···) মার্চ ১৮৪৯।

ইহা ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসের মাঝামাঝি প্রকাশিত হয়। পরবর্তী ২৫এ জুন তারিখে 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' পত্র ইহার ১৫শ সংখ্যার প্রাপ্তিস্বীকার করেন। ইহার সম্পাদক ছিলেন—ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস হইতে 'সংবাদ রসসাগর' বারত্রয়িক হয়।

ক্ষেত্রমোহনের মৃত্যুর (১৫ জুলাই ১৮৫০) পর কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'সংবাদ রসসাগর' পত্রের পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। তিনি খিদিরপুর হইতে প্রতি সোম, বুধ ও শুক্র বারে ইহা প্রকাশ করিতেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে রঙ্গলাল কাগজখানির নাম রাখেন—'সংবাদ সাগর'। তিনি কৃতিত্বের সহিত ১২৫৯ সাল পর্যন্ত 'সংবাদ সাগর' সম্পাদন করিয়াছিলেন।

৮১। **বারাণসী চন্দ্রোদয়।** (সাপ্তাহিক) ২ মে ১৮৪৯।

এক জন প্রবাসী বাঙালীর দ্বারা সর্বপ্রথম কাশীতে বাংলা সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা 'বারাণসী চন্দ্রোদয়', লিথোয় মুদ্রিত একখানি সাপ্তাহিক পত্র। কাশীবাসকালে ভূতপূর্ব 'সমাচার জ্ঞানদর্পণ'-সম্পাদক উমাকান্ত ভট্টাচার্য এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। 'বারাণসী চন্দ্রোদয়' এক বৎসর জীবিত ছিল।

৮২। **সত্যধর্ম্মপ্রকাশিকা।** (মাসিক) জুন ১৮৪৯।

সম্পাদক—শ্যামবাজার-নিবাসী গোবিন্দচন্দ্র দে।

৮৩। **সংবাদ রসমুদ্গর।** (সাপ্তাহিক) জুলাই ১৮৪৯।

প্রকাশকাল—আষাঢ় ১২৫৬। সম্পাদক—গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

'সম্বাদ রসরাজে'র সহিত মসিযুদ্ধ করিবার জন্যই ইহার আবির্ভাব। পরবর্তী ডিসেম্বর মাস হইতে ইহাকে "অর্ধসাপ্তাহিক" করিবার প্রস্তাব হয়, কিন্তু এই প্রস্তাব বোধ হয় কার্যকর হয় নাই। ইহা বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই।

৮৪। **কৌস্তুভ কিরণ।** (মাসিক) আগস্ট ১৮৪৯।

প্রকাশকাল—ভাদ্র ১২৫৬। সম্পাদক—ব্রজমোহন চক্রবর্তী।

৮৫। **মহাজনদর্পণ।** (দৈনিক) সেপ্টেম্বর ১৮৪৯।

প্রকাশকাল—ভাদ্র ১২৫৬। সম্পাদক—জয়কালী বসু।

বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত পত্র বোধ হয় ইহাই প্রথম।

৮৬। **ভৈরবদণ্ড।** (সাপ্তাহিক) নবেম্বর ১৮৪৯।

১২৫৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে, বারাণসীতে লিথোয় মুদ্রিত হইয়া, উমাকান্ত ভট্টাচার্যের সম্পাদকত্বে ইহা প্রকাশিত হয়। অল্পদিন পরেই ইহা লুপ্ত হয়।

৮৭। **সংবাদ সজ্জনরঞ্জন।** (সাপ্তাহিক···) ডিসেম্বর ১৮৪৯।

১২৫৬ সালের পৌষ মাসে গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক এই সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রকাশিত হয়। পর-বৎসর (১২৫৭ সাল) ইহা অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার প্রচার রহিত হয়; মধ্যেও একবার কিছু দিনের জন্য বন্ধ ছিল।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ সজ্জনরঞ্জন' পত্র অর্ধ-সাপ্তাহিকরূপে পুনঃপ্রকাশ করিয়াছিলেন। পত্রের শিরোনামের নিম্নে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

লোকানাং কিল তাপহেতুরধুনা ক্ষেত্রঙ্গতো ভাস্করো
গুপ্তেঽস্তেঽপি প্রভাকরেশ্বর হতো রামাহ্বতেনামুনা।
কিংবা কাল্পনিক-প্রভাকরদশালোকেন লোকেঽখিলে
চন্দ্রশ্চন্দ্রিকয়া কলঙ্কিততয়া সদ্বর্ত্মদর্শে কথং ॥
সোমঃ সোঽপি স এব কিঞ্চ কুমুদোল্লাসপ্রকাশস্তু সঃ
অন্যেষাং কিমু বার্ত্তয়া জনমনোবিপ্লাপয়ন্ত্যা ভৃশং।
সদ্বর্ত্মব্যবহারদর্শনবিধৌ সোঽপ্যেষ এবাধুনা
আস্তাং সজ্জনরঞ্জনো মণিবরো গোবিন্দ-গুপ্তাঙ্কিতঃ ॥

৮৮। **সংবাদ বর্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী।** (সাপ্তাহিক···) ডিসেম্বর ১৮৪৯।

প্রকাশকাল—পৌষ ১২৫৬। সম্পাদক—বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

১২৫৭ সালে ইহা অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। স্থিতিকাল—কয়েক বর্ষ।

৮৯। **বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়।** (সাপ্তাহিক) ডিসেম্বর ১৮৪৯।

প্রকাশকাল—পৌষ ১২৫৬। সম্পাদক—রামতারণ ভট্টাচার্য।

৯০। **সংবাদ রসরত্নাকর।** (পাক্ষিক) ডিসেম্বর ১৮৪৯।

প্রকাশকাল—পৌষ ১২৫৬। সম্পাদক—যদুনাথ পাল।

ইং ১৮৫০

৯১। **ফ্রেনলজিক্যাল সোসাইটির মুখপত্র।** এপ্রিল ১৮৫০।

৭ জুন ১৮৪৫ তারিখে কলিকাতায় ফ্রেনলজিক্যাল সোসাইটি স্থাপিত হয়। সোসাইটির মুখপত্রস্বরূপ বাংলায় একখানি সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হয়—এই সংবাদ ২৫ এপ্রিল ১৮৫০ তারিখের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'য় আছে। পত্রিকাখানির নাম এখনও জানিতে পারি নাই।

৯২। **সত্যপ্রদীপ।** (সাপ্তাহিক) ৪ মে ১৮৫০।

ইহা "শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীমেরিডিথ টৌন্সেণ্ড সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত" হইত। "এতদ্দেশীয় লোকেরদের সংজ্ঞান ও গুণ যাহাতে বৃদ্ধি হয় এমত উপায় করা সত্যপ্রদীপের প্রধান অভিপ্রায়।" ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—২৩ বৈশাখ ১২৫৭। 'সত্যপ্রদীপ' এক বৎসর চলিয়াছিল ; ইহার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২৬ এপ্রিল ১৮৫১ তারিখে। 'সত্যপ্রদীপে'র প্রচার বন্ধ করিয়া শ্রীরামপুর হইতে 'সমাচার দর্পণ' পুনঃপ্রকাশিত হয়। 'সত্যপ্রদীপ' একখানি সুপরিচালিত সাপ্তাহিক পত্র ছিল।

৯৩। **দূরবীক্ষণিকা।** (মাসিক) জুন ১৮৫০।

১২৫৭ সালের আষাঢ় মাসে খিদিরপুর হইতে এই মাসিকপত্রখানি প্রকাশিত হয়। ৬ জুলাই ১৮৫০ তারিখে 'সত্যপ্রদীপ' লেখেন :—"দূরবীক্ষণিকা পত্র। খিদিরপুর নিবাসি শ্রীযুত দ্বারকানাথ মজুমদার মহাশয় উক্ত নামাঙ্কিত এক পত্রিকা আমারদের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ পত্র এদেশীয় বিদ্যানুরাগি কতিপয় মহাশয়কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে…।"

৯৪। **ধর্ম্মমর্ম্মপ্রকাশিকা**। (মাসিক) জুন ১৮৫০।

এই মাসিকপত্রখানি ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি প্রকাশিত হয়। ইহা কোন্নগর ধর্মসভার মুখপত্র ছিল। কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পর ইহা বন্ধ হইয়া যায়।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ইহা কোন্নগর-নিবাসী গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে পুনঃপ্রকাশিত হয়। পরবর্তী ৫ই জুন তারিখের 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সারে' ইহার প্রথম সংখ্যার প্রাপ্তিস্বীকার আছে।

৯৫। **সত্যার্ণব**। (মাসিক) জুলাই ১৮৫০।

পাদরি লং এই মাসিকপত্রখানি সম্পাদন করিতেন। প্রধানতঃ ধর্মতত্ত্বই ইহাতে স্থান পাইত। তৃতীয় বর্ষ (সেপ্টেম্বর ১৮৫২) হইতে 'সত্যার্ণব' দুই মাস অন্তর প্রকাশিত হইত। ইহার ১ম বর্ষের প্রত্যেক সংখ্যায় একখানি করিয়া চিত্র এবং দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে পরবর্তী সকল সংখ্যায় দুই বা ততোধিক চিত্র থাকিত। 'সত্যার্ণব' পাঁচ বৎসর চলিয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

৯৬। **সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা**। (মাসিক) আগস্ট ১৮৫০।

১২৫৬ সালের ফাল্গুন মাসে কলিকাতার ঠনঠনিয়ায় সর্বশুভকরী সভা নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। এই সভার মুখপত্র-রূপে ১২৫৭ সালের ভাদ্র মাসে 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হয় :—

"...সভাস্থাপনের মুখ্য অভিপ্রায় এই যে; বহুকালাবধি আমাদিগের দেশে কতগুলি কুরীতি ও কদাচার প্রচলিত আছে তদ্দ্বারা এতদ্দেশের বিষম অনিষ্ট ঘটিতেছে ও কালক্রমে সর্ব্বনাশ ঘটিবারও সম্ভাবনা আছে। যাহাতে এই সমস্ত কুরীতি ও কদাচার চিরদিনের নিমিত্ত হতাদর ও দূরীভূত হয় সাধ্যানুসারে তদ্বিষয়ে

যত্ন করা যাইবেক।...আমরা এই যে দুঃসাধ্য মহৎ ব্যাপারে হস্তার্পণ করিবার মানস করিয়াছি পত্রিকা প্রচার তৎসমাধানের এক প্রধান উপায় বোধ হওয়াতে এই পত্রিকা প্রচার করিতে আরম্ভিলাম। এবং ইহাকে সভার প্রতিরূপ স্বরূপ বিবেচনা করিয়া তদীয় সর্ব্বশুভকরী নাম দ্বারাই ইহার নামকরণ করিলাম।"

এই পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যার কলেবর একটি করিয়া দীর্ঘ প্রবন্ধে পূর্ণ হইত। রচনায় লেখকের নাম থাকিত না। প্রথম সংখ্যায় "বাল্য-বিবাহের দোষ" নামে একটি প্রবন্ধ আছে। ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা বলিয়া তদীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয় সংখ্যায় (আশ্বিন ১৭৭২ শক) "স্ত্রীশিক্ষা" নামে একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। ইহা মদনমোহন তর্কালঙ্কারের রচনা বলিয়া শম্ভুচন্দ্র উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম দুই সংখ্যা প্রকাশের পর সর্বশুভকরী সভায় গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। "সভার বীজস্বরূপ বাবু তারকনাথ দত্তের সহিত সভ্যগণ অকৌশল করিলেন।" অতঃপর পত্রিকাখানি আর নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হয় নাই; ইহার ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা যথাক্রমে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি ও এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দেই পত্রিকাখানির প্রচার রহিত হয়। কিন্তু কিছু দিন পরে আবার উহা পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছিল। ব্রিটিশ মিউজিয়মে এক খণ্ড 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' আছে; উহা "১ম খণ্ড। ৩য় সংখ্যা। শ্রাবণ ১২৬২। ইং আগষ্ট ১৮৫৫।"

৯৭। **সংবাদ সুধাংশু।** (সাপ্তাহিক) সেপ্টেম্বর ১৮৫০।

পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই সাপ্তাহিক পত্রখানি সম্পাদন করিতেন। ইহাতে প্রধানতঃ খ্রীষ্ট-তত্ত্বই আলোচিত হইত। "আমারদের বাসনা এই যে সর্ব্ব বিষয়ে জগদীশ্বরের মহিমা বিস্তার এবং স্বদেশীয় লোকের মঙ্গল বর্দ্ধন হয় সুতরাং এই নব পত্রিকাকে পরমেশ্বরের মহিমা বিস্তারের এবং স্বদেশের মঙ্গল বর্দ্ধনের উপযোগিনী করাই আমারদের অভিপ্রেত।"

এই সাপ্তাহিক পত্র এগারো মাস চলিবার পর ২ আগস্ট ১৮৫১ তারিখে বন্ধ হইয়া যায়।

৯৮। **সংবাদ বর্দ্ধমান।** (সাপ্তাহিক) সেপ্টেম্বর ১৮৫০।

১২৫৭ সালের আশ্বিন মাসে বর্ধমান হইতে এই সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রকাশিত হয়। ইহা বর্ধমান-রাজের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে প্রচারিত হইত। কয়েক বৎসর চলিবার পর 'সংবাদ বর্দ্ধমান' পত্রের প্রচার রহিত হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ইহা পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছিল।

ইং ১৮৫১

৯৯। **জ্ঞানদর্শন।** (পাক্ষিক) ১৪ মে ১৮৫১।

১ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৮ তারিখে শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় পাথুরিয়াঘাটা হইতে এই পাক্ষিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার মাত্র এক সংখ্যা বাহির হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

১০০। **কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা।** (পাক্ষিক…) ১ জুন ১৮৫১।

১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৮ তারিখে লিথোয় মুদ্রিত হইয়া কাশী হইতে এই পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতা একজন বাঙালী—কাশীদাস মিত্র। সম্পাদকীয় মন্তব্যে প্রকাশ :—

"[বারাণসী] চন্দ্রোদয়…আপনার অল্পায়ু বিকল্পে কায়াকল্পদ্বারা নূতন কলেবর ধারণপূর্ব্বক নবীন নাম যথা 'কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা' নামে আখ্যাত হইয়া নব অনুরাগে বিখ্যাত হইয়াছেন ;…।

এই বারাণসীধামে তিন সহস্রাধিক বঙ্গদেশীয় মনুষ্যের বসবাস হইয়াছে,… এই জনমণ্ডলি সমাজমধ্যে সাধারণের সংস্কারজনক কোন সংবাদপত্র বঙ্গভাষায় প্রচার না থাকাতে মহা আক্ষেপের বিষয়…।"

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস হইতে 'কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা' পাক্ষিক হইতে সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। কিছু দিন পরে ইহার প্রচার রহিত হয়, কিন্তু ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পুনঃপ্রকাশিত হয়।

১০১। **সংবাদ জ্ঞানোদয়।** (সাপ্তাহিক) ৭ জুন ১৮৫১।

২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৮ তারিখে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। অল্প দিন পরেই ইহার প্রচার রহিত হইলেও ১২৫৯ সালের ভাদ্র মাসে পুনঃপ্রকাশিত হয়। এবারও অল্প দিন পরই পত্রিকাখানি বন্ধ হইয়া যায়। ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৫ তারিখে হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে 'সংবাদ জ্ঞানোদয়' আবার প্রকাশিত হয়।

১০২। **মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ।** (মাসিক) জুলাই ১৮৫১।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে মেদিনীপুরের কলেক্টর এইচ. ভি. বেলীর আনুকূল্যে ও কতিপয় দেশীয় লোকের পরিচালনে মেদিনীপুর হইতে সর্বপ্রথম বাংলা সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হয়। কাগজখানির নাম— 'মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ' (*Midnapur and Hijili Guardian*); ইহা দ্বিভাষিক (ইংরেজী-বাংলা) মাসিকপত্রিকা ছিল; ইহাতে স্থানীয় লোকের রুচিকর সংবাদাদিও থাকিত। পত্রিকাখানি এক বৎসর চলিয়াছিল।

১০৩। **বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ।** (মাসিক) অক্টোবর ১৮৫১।

১২৫৮ সালের কার্তিক মাসে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে এই সচিত্র মাসিক পত্রখানি প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন— স্বনামধন্য রাজেন্দ্রলাল মিত্র। "পুরাবৃত্তের আলোচনা, প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের উপাখ্যান, প্রাচীন তীর্থাদির বৃত্তান্ত, স্বভাবসিদ্ধ রহস্য-ব্যাপার ও

জীবসংস্থার বিবরণ, খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন, বাণিজ্য-দ্রব্যের উৎপাদন, নীতি-গর্ভ উপন্যাস, রহস্যব্যঞ্জক আখ্যান, নূতন গ্রন্থের সমালোচন, প্রভৃতি নানাবিধ আলোচনায়" এই পত্রের কলেবর পূর্ণ হইত। 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ'ই প্রকৃতপক্ষে প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা। সত্য বটে, 'পশ্বাবলী'র প্রত্যেক সংখ্যায় এক-একটি জন্তুর কাটখোদাই চিত্র, এবং 'সত্যার্ণব' পত্রের প্রথম বর্ষের প্রত্যেক সংখ্যায় একখানি ও দ্বিতীয়-চতুর্থ বর্ষের প্রত্যেক সংখ্যায় দুইখানি করিয়া চিত্র থাকিত, কিন্তু সচিত্র পত্রিকা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, 'পশ্বাবলী' ও 'সত্যার্ণব' সে-পর্যায়ে পড়ে না।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র অতীব যোগ্যতার সহিত 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র প্রথম ছয় পর্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন, কিন্তু কাগজখানি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে প্রকাশিত পুস্তক-সমালোচনার বৈশিষ্ট্য ছিল।

কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র দ্বিতীয় সম্পাদক। তিনি ইহার ৭ম পর্ব—১৭৮৩ শক, বৈশাখ-অগ্রহায়ণ সম্পাদন করেন। মধুসূদন মুখোপাধ্যায় কালীপ্রসন্নের সহকারী ছিলেন।

ইং ১৮৫২

১০৪। **জ্ঞানারুণোদয়।** (মাসিক) ৩১ জানুয়ারি ১৮৫২।

১৯ মাঘ ১২৫৮ তারিখে কালিদাস মৈত্র ও যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে শ্রীরামপুরের চন্দ্রোদয় যন্ত্রালয় হইতে এই মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। "শ্রীরামপুরের মধ্যে এতদ্দেশীয় মনুষ্য কর্তৃক প্রকাশ্য পত্র প্রকাশের সূত্র এই প্রথম হইল।"

দশম সংখ্যা (অক্টোবর ১৮৫২) পর্যন্ত কালিদাস মৈত্র 'জ্ঞানারুণোদয়ে'র সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এক বৎসর চলিয়া ইহার প্রচার রহিত হয়। ১৩ এপ্রিল ১৮৫৪ তারিখে যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে ইহা পুনঃপ্রকাশিত হয়।

১০৫। **সংবাদ বিভাকর।** (অর্ধ-সাপ্তাহিক) ১৫ জুন ১৮৫২।

৩ আষাঢ় ১২৫৯ তারিখে এই অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন—মনোমোহন বসু, কবি ও নাট্যকার হিসাবে ইনি পরবর্তী কালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। পর-বৎসর বৈশাখ মাসে 'সংবাদ বিভাকরে'র প্রচার রহিত হয়।

১০৬। **সংবাদ শশধর।** (সাপ্তাহিক) ৬ জুলাই ১৮৫২।

পূর্বেই বলিয়াছি, ১২৫৮ সালের মাঘ মাসে শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয় যন্ত্রালয় হইতে 'জ্ঞানারুণোদয়' নামে মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার কয়েক মাস পরেই এই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ ১২৫৯ সালের ২৪ আষাঢ় হইতে 'সংবাদ শশধর' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রও প্রকাশ করেন। কালিদাস মৈত্র এই সাপ্তাহিক পত্র পরিচালন করিতেন। ১২৫৯ সালেই ইহার অস্তিত্ব লোপ পায়।

১০৭। **বিশ্ববিলোচন।** (সাপ্তাহিক ?) ইং ১৮৫২।

১২৫৯ সালে প্রকাশিত হইয়া ঐ বৎসরেই পত্রিকাখানি বিলুপ্ত হয়।

ইং ১৮৫৩

১০৮। **ধর্ম্মরাজ।** (মাসিক) ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩।

ইহার সম্পাদক ছিলেন—তারকনাথ দত্ত। "ধর্ম্মরাজ নিয়ত হিন্দুধর্ম্ম বিরোধি খৃষ্টীয়ানগণের প্রবোধক ধর্ম্মঘটিত প্রস্তাব সকল প্রকটন এবং সাহিত্যাদি বিদ্যালোচনায় নিযুক্ত থাকিবেন।" 'ধর্ম্মরাজে'র কণ্ঠে এই শ্লোকটি শোভা পাইত :—

বিরাজতে সভ্যসমাজরাজঃ, সদর্থরাজী নিধিরাজরাজঃ।
তমঃ প্রভাবক্ষতি ধর্ম্মরাজঃ, শুভপ্রবৃত্তিপ্রদ ধর্ম্মরাজঃ॥

১০৯। **বিদ্যাদর্পণ।** (মাসিক) এপ্রিল ১৮৫৩।

প্রকাশকাল—বৈশাখ ১২৬০। সম্পাদক—প্রিয়মাধব বসু ও যোগেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১১০। ?—(মাসিক) মে ১৮৫৩।

'বিদ্যাদর্পণ' প্রকাশের এক মাস পরে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহার নাম এখনও জানিতে পারি নাই।

১১১। **সুলভ পত্রিকা।** (মাসিক) জুলাই ১৮৫৩।

১২৬০ সালের শ্রাবণ মাসে 'রাজরসামৃত'-প্রণেতা দ্বারকানাথ রায়ের সম্পাদকত্বে ইহা প্রকাশিত হয়। পরবর্তী চৈত্র মাসে পত্রিকার প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হয়। ইহার পর প্রকাশকের সহিত সম্পাদকের বিচ্ছেদ ঘটে। ইহার ফলে দ্বারকানাথ ১২৬১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে পত্রিকার ২য় খণ্ড জি. পি. রায় এণ্ড কোম্পানির সাহায্যে ইণ্ডিয়ান ফেয়ার যন্ত্রালয় হইতে পূর্ববৎ প্রকাশ করেন।

ওদিকে পূর্বপ্রকাশক—কলিকাতা নিউ প্রেস লালবিহারী দের সম্পাদকত্বে 'সুলভ পত্রিকা' প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহা কিছুদিন পরে বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে পুনঃপ্রকাশিত হয়।

১১২। **ছোট জাগুলিয়া হিতৈষি মাসিক পত্রিকা।** অক্টোবর ১৮৫৩।

১২৬০ সালের কার্তিক মাসে প্রকাশিত হইয়া অল্পদিন পরে ইহা বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইহা পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছিল।

১১৩। **পাষণ্ড দলন।** (অর্ধ-সাপ্তাহিক) নবেম্বর ১৮৫৩।

প্রকাশকাল—অগ্রহায়ণ ১২৬০।

১১৪। **চিকিৎসা রত্নাকর।** (মাসিক) ইং ১৮৫৩।

সম্পাদক—হলধর সেন।

ইং ১৮৫৪

১১৫। **রসার্ণব।** (মাসিক) জানুয়ারি ১৮৫৪।

প্রকাশকাল—মাঘ ১২৬০। সম্পাদক—রাধামাধব মিত্র।

১১৬। **সংবাদ দিনকর।** (সাপ্তাহিক) ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৪।

প্রকাশকাল—১৭ ফাল্গুন ১২৬০। সম্পাদক—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১১৭। **সমাচার সুধাবর্ষণ।** (দৈনিক) জুন ১৮৫৪।

শ্যামসুন্দর সেনের সম্পাদকত্বে এই দ্বিভাষিক (বাংলা ও হিন্দী) পত্রখানি প্রকাশিত হইত।

'সমাচার সুধাবর্ষণ' প্রথম হিন্দী দৈনিক সংবাদপত্রও বটে, এ সংবাদ হিন্দীভাষাভাষীদের জানা না থাকিতে পারে।

১১৮। **মাসিক পত্রিকা।** (মাসিক) আগস্ট ১৮৫৪।

ইহার সম্পাদক ছিলেন—প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার, উভয়েই সে-যুগের খ্যাতনামা ব্যক্তি। "এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্যে ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক।"

'মাসিক পত্রিকা' চারি বৎসর চলিয়াছিল। ইহার প্রথম বর্ষের সপ্তম সংখ্যা (১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৫) হইতে প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়।

১১৯। **প্রকৃত মুদ্গর।** (মাসিক) নবেম্বর ১৮৫৪।

'মাসিক পত্রিকা'র বিপক্ষতা করিবার জন্যই ইহার আবির্ভাব।

ইং ১৮৫৫

১২০। **সিদ্ধান্ত দর্পণ।** (মাসিক) মার্চ ১৮৫৫।

পরিচালক—যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

১২১। **বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা।** (মাসিক) ২০ এপ্রিল ১৮৫৫।

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' কালীপ্রসন্ন সিংহ-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্র ছিল। সম্পাদক—কালীপ্রসন্ন সিংহ। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—৮ বৈশাখ ১২৬২; ইহাতে সভ্যতার বিষয়, ও চাঞ্চল্য নামে দুইটি প্রবন্ধ আছে। দ্বিতীয় সংখ্যায় আছে—বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য, চাঞ্চল্য, ও বিজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা। ১২৬৩ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় বিধবাবিবাহ বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। পত্রিকাখানি বৎসরাধিক কাল জীবিত ছিল।

১২২। **জ্ঞানবোধিনী।** (সাপ্তাহিক) মে ১৮৫৫।

প্রকাশকাল—জ্যৈষ্ঠ ১২৬২।

১২৩। **বঙ্গ বার্ত্তাবহ।** (পাক্ষিক) মে ১৮৫৫।

প্রকাশকাল—জ্যৈষ্ঠ ১২৬২। সম্পাদক—হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১২৪। **সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র।** (মাসিক) জুলাই ১৮৫৫।

ইহা "নীতি ধর্ম্ম ইতিহাস উপন্যাস প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সংস্কৃত পুরাণোপপুরাণ ইতিহাস কাব্য নাটকাদি তথা অন্যান্য ভাষার বহুতর পুস্তক হইতে অনুবাদিত" মাসিকপত্র। প্রকাশকাল—আষাঢ় ১২৬২।

সম্পাদক—অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য। পত্রিকার মলাটের উপর এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

ইতিহাসপুরাণানি কাব্যাখ্যানকথাস্তথা।
হ্লাদয়ন্তি হৃদম্ভোজমম্ভোজং ভাস্করো যথা॥

'সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' সর্বসমেত ৩৪ সংখ্যা অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের পত্রিকা ১২৬২ ও ১২৬৩ সালে প্রকাশিত হইলেও, তৃতীয় বর্ষের পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল ১২৬৬-৬৭ সালে।

১২৫। **বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা।** (মাসিক···) সেপ্টেম্বর ১৮৫৫।

প্রকাশকাল—আশ্বিন ১২৬২। সম্পাদক—নবীনচন্দ্র আঢ্য। ইহাতে "নীতিবিদ্যা শিক্ষা, বাণিজ্য, ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের সার বিবরণ" স্থান পাইত। 'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা'র প্রথম চারি খণ্ড মাসিক আকারে বাহির হইয়াছিল। পঞ্চম খণ্ড পাক্ষিক আকারে এবং সর্বশেষে দৈনিক আকারে বাহির হইতে থাকে। দৈনিক পত্রের শীর্ষদেশে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

আঘ্রাত তল্যাখ্যাপূরা রমারমা নবীনচন্দ্রাঢ্য সদাঢ্যদাঢ্যতা।
পত্রী সুপত্রীবহতাসতাং সতাং সা বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকাশিকা॥

ইং ১৮৫৬

১২৬। **মর্ম্ম ধুরন্ধর।** (মাসিক) জানুয়ারি ১৮৫৬।

প্রকাশকাল—মাঘ ১২৬২।

১২৭। **বেহালা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার সাম্বৎসরিক সংবাদ পত্রিকা।** এপ্রিল ১৮৫৬।

১২৮। **সত্য জ্ঞানসঞ্চারিণী পত্রিকা।** (মাসিক) মে ১৮৫৬।

এই পত্রিকার পরিচালক ছিলেন—নবকৃষ্ণ বসু ও শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১২৯। **এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ।** (সাপ্তাহিক) ৪ জুলাই ১৮৫৬।

শিক্ষা-বিভাগের দক্ষিণ-বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টর হজসন প্র্যাট সাহেবের প্রতিপোষকতায় এই সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রকাশিত হয়। রেঃ ও'ব্রায়ান স্মিথ ইহার প্রথম সম্পাদক। পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ১৮৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা-বিভাগীয় সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ :—"The object is to supply the people in the interior of the country with a Newspaper cheap in price and healthy in tone." কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহে'র সহকারী সম্পাদকের—প্রকৃতপক্ষে সম্পাদকেরই কার্য করিয়াছিলেন। ও'ব্রায়ান স্মিথ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ইহার সম্পাদক ছিলেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে পরবর্তী মার্চ মাসে তাঁহার স্থলে প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজী-সাহিত্যের সহকারী অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার নিযুক্ত হন। কিন্তু তিনি সম্পাদকীয় আসনে বসিবার পূর্বে কানাইলাল পাইন ও ব্রহ্মমোহন মল্লিক অল্পদিন পত্রিকা পরিচালন করিয়াছিলেন।

প্যারীচরণ সরকারের হস্তে 'এডুকেশন গেজেটে'র যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। প্রায় আড়াই বৎসর পত্রিকা পরিচালনের পর এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে শেষ পর্যন্ত তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ঈস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের শ্যামনগর স্টেশনের নিকট একটি রেলওয়ে দুর্ঘটনায় বহু লোক হতাহত হয়। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ হতাহত লোকের যে সংখ্যা প্রকাশ করেন, তাহা জনসাধারণের নিকট বিশ্বাসযোগ্য প্রতীয়মান হয় নাই।

গবর্মেণ্টও রেলওয়ে-কর্তৃপক্ষের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া একটি বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্যারীচরণ সাময়িক-পত্রের বিবরণ অবলম্বন করিয়া এবং নিজে অনুসন্ধান করিয়া ঘটনার একটি বিবরণ প্রকাশ করেন। সরকারী অর্থে প্রতিপালিত পত্রিকায় এরূপ বিবরণ প্রকাশিত হওয়ায় গবর্মেণ্ট প্যারীচরণের প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। এই ব্যাপারে প্যারীচরণ ৩১এ জুলাই পদত্যাগ করেন।

প্যারীচরণ সরকারের স্থলে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'এডুকেশন গেজেটে'র সম্পাদক নিযুক্ত হন। ভূদেববাবুর সম্পাদকত্বে প্রকাশিত 'এডুকেশন গেজেটে'র প্রথম সংখ্যার তারিখ—৪ ডিসেম্বর ১৮৬৮। গবর্মেণ্ট ভূদেববাবুকে পত্রিকাখানির সর্বস্বত্ব দান করেন।

১৩০। **সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা।** (মাসিক) জুলাই ১৮৫৬।

"প্রাণিবিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা, ভূগোল বিদ্যা ও শিল্প সাহিত্যাদি দ্যোতক মাসিক পত্রিকা।" সম্পাদক—কালীপ্রসন্ন সিংহ।

১৩১। **অরুণোদয়।** (পাক্ষিক) আগস্ট ১৮৫৬।

এই সচিত্র পাক্ষিক পত্রখানি শ্রীরামপুরের তমোহর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইত। রেঃ লালবিহারী দে ইহার সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকার শিরোভাগে নিম্নলিখিত শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

অপরং অস্মৎ সমীপে দৃঢ়তরং ভবিষ্যদ্বাক্যং বিদ্যতে যূয়ঞ্চ যদি দিনারম্ভং যুষ্মন্মনঃসু প্রভাতীয় নক্ষত্রস্যোদয়ঞ্চ যাবৎ তিমিরময়ে স্থানে জ্বলন্তং। প্রদীপমিব তদ্বাক্যং সমন্বধ্বে তর্হি ভদ্রং করিষ্যথ। পিতরস্য দ্বিতীয়ং সর্ব্বসাধারণ পত্রং। ১। ১৯।

'অরুণোদয়' ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলিয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

১৩২। **অদ্বয়তত্ত্ব প্রদর্শিকা পত্রিকা।** (মাসিক) অক্টোবর ১৮৫৬।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় শ্রীশ্রীভাগবতী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার মুখপত্রস্বরূপ ১২৬৩ সালের কার্তিক মাসে শ্রীদ্বারকানাথ হোড়

ও মধুসূদন সরকারের সম্পাদকত্বে 'অদ্বয়তত্ত্ব প্রদর্শিকা পত্রিকা' প্রচারিত হয়। পঞ্চম সংখ্যা হইতে রঘুনাথ বেদান্তবাগীশ ইহার সম্পাদক হন। পত্রিকাখানি নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হইত না।

১৩৩। **মজিলপুর পত্রিকা।** (মাসিক ?) ডিসেম্বর ১৮৫৬।

২৫ ডিসেম্বর ১৮৫৬ তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে' প্রকাশ :—"কলিকাতার দক্ষিণ মজিলপুর গ্রামে মজিলপুর পত্রিকা নামে এক পত্রিকা প্রকাশ পাইয়াছে।"

১৩৪। **উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা।** ডিসেম্বর ১৮৫৬।

ইহার সম্পাদক ছিলেন উত্তরপাড়া-নিবাসী বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। পত্রিকার কণ্ঠে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

সৎপক্ষ পক্ষপাতেয়ং পাক্ষিকী নাম পত্রিকা।
রাজতে রাজহংসীব মানসাম্ভোজলাসিনী॥

ইং ১৮৫৭

১৩৫। **হিন্দুরত্নকমলাকর।** (সাপ্তাহিক) ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭।

'সম্বাদ ভাস্কর' ও 'সম্বাদ রসরাজ' পত্রের পরিচালক পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ এই সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক। তিনি 'সম্বাদ রসরাজ' পত্রের প্রকাশ রহিত করিয়া 'হিন্দুরত্নকমলাকর' প্রকাশ করেন। ৯ মার্চ ১৮৫৭ তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশ :—"গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য…১৪ ফাল্গুন [১২৬৩] দিবসে 'রসরাজ' পরিবর্ত্তে 'হিন্দুরত্নকমলাকর' নামক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন,…।" "হিন্দুধর্ম্মপক্ষের পক্ষ রক্ষার অস্ত্র স্বরূপ" এই সাপ্তাহিক পত্র প্রচারিত হয়।

১৩৬। **বিজ্ঞানমিহিরোদয়।** (মাসিক…) এপ্রিল ১৮৫৭।

২ বৈশাখ ১২৬৪ তারিখে শ্রীরামপুর হইতে এই মাসিকপত্রখানি প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন—শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি

'বিজ্ঞানমিহিরোদয়' পত্রের কণ্ঠে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

পুষ্ণন্নেষ প্রতিক্ষণং খলু হরিশ্চন্দ্রং নিজৈরশ্মিভির্ভিন্দন্ সান্দ্রতমাংসি
দুষ্কৃতধিয়ামর্থান্ সমুদ্দীপয়ন্।
শ্রীনারায়ণ পূর্ব্বশৈলশিখরাদুদ্যন্ কজাংস্তোষয়ন্ সদ্বিজ্ঞান বিলোচনোহি
মিহিরঃ শ্রীমান্নভঃ ক্রামতি॥

'বিজ্ঞানমিহিরোদয়' দ্বিতীয় বর্ষ (১ বৈশাখ ১২৬৫) হইতে পাক্ষিক আকার ধারণ করে।

১৩৭। **সর্ব্বার্থ প্রকাশিকা।** (মাসিক) এপ্রিল ১৮৫৭।

প্রকাশকাল—বৈশাখ ১৭৭৯ শক। সম্পাদক—কানাইলাল পাইন।

১৩৮। **লোক লোচন চন্দ্রিকা।** (মাসিক) জুন ১৮৫৭।

প্রকাশকাল—আষাঢ় ১২৬৪। সম্পাদক—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়।

মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক আইন

দীর্ঘকাল পরে সিপাহী-বিদ্রোহকালে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা পুনরায় লোপ পাইয়াছিল। ১৩ জুন ১৮৫৭ তারিখে লর্ড ক্যানিং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আইন জারি করেন : "রাজানুমতিবিরহে কোন মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপন করিলে অথবা রাজাভিমত বিরুদ্ধে সংবাদ পত্রে বা পুস্তক বিশেষে অভিপ্রায় বিকাশ করিলে ৫০০০ টাকা দণ্ড ও দুই বৎসরের অনধিক কারাবাস করিতে হইবেক।" এই আইনের ফলে অন্তত দুইখানি পত্রিকার অপমৃত্যু হয়,—রঙ্গপুরের 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' ও কাশীপ্রসাদ ঘোষ-সম্পাদিত *Hindu Intelligencer.*

ইং ১৮৫৮

১৩৯। **সুবোধিনী।** (পাক্ষিক) ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৮।

১ মাঘ ১২৬৪ তারিখে রামচন্দ্র দিচ্ছিতের সম্পাদকতায় চুঁচুড়া হইতে ইহা প্রকাশিত হয়।

১৪০। **রচনা-রত্নাবলি।** (মাসিক) জানুয়ারি ১৮৫৮।

প্রকাশকাল—মাঘ ১২৬৪। সম্পাদক—প্রাণনাথ দত্ত ও আরও কয়েক জন যুবক।

১৪১। **বিচারক।** (সাপ্তাহিক) জানুয়ারি ১৮৫৮।

ইহার প্রথম তিন সংখ্যা হস্তগত হইবার পর ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন :—"বিচারক তত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এ অনুষ্ঠানটি অতি সদনুষ্ঠান বটে।" 'বিচারক' "অ্যাডিসনের Spectatorএর ধরণে গঠিত হইয়াছিল। একটি সন্দর্ভে সমস্ত কাগজ পূর্ণ হইত।" পাঁচ-ছয় সংখ্যা বাহির হইবার পর ইহা বন্ধ হইয়া যায়। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ইহার সম্পাদক ছিলেন।

১৪২। **কলিকাতা বার্ত্তাবহ।** (অর্ধ-সাপ্তাহিক) ১৮ জানুয়ারি ১৮৫৮।

১২৬৪ সালের ৬ই মাঘ ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা প্রতি সোম ও শুক্রবার বাহির হইত। "কিং চান্দ্রী বিশদপ্রভা কিমথবা প্রভাকরী চাতুরী" ইত্যাদি মর্মে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ-রচিত্ একটি কবিতা পত্রিকার শিরোভাগে শোভা পাইত।

১৪৩। **হিতৈষিণী পত্রিকা।** (মাসিক) মে ১৮৫৮।

কলিকাতা হাড়কাটা লেনস্থ হিতৈষিণী সভার মুখপত্র। প্রকাশকাল —বৈশাখ ১২৬৫। ব্রাহ্মধর্ম ও নীতিবিষয়ক আলোচনাই ইহাতে স্থান পাইত।

১৪৪। **চমৎকারমোহন।** (ত্রিসাপ্তাহিক) আগস্ট ১৮৫৮।

এই সংবাদপত্রখানি ইংরেজী ও বাংলায় প্রতি সপ্তাহে তিন বার—সোম, বৃহস্পতি ও শনিবারে প্রকাশিত হইত। প্রকাশকাল—শ্রাবণ ১২৬৫। সম্পাদক—'প্রিয়ম্বদ' উপন্যাস-প্রণেতা কেদারনাথ দত্ত।

১৪৫। **কলিকাতা পত্রিকা।** (মাসিক) অক্টোবর ১৮৫৮।

প্রকাশকাল—কার্তিক ১৯১৫ সংবৎ। সম্পাদক—মথুরানাথ দত্ত।

১৪৬। **সোমপ্রকাশ।** (সাপ্তাহিক) ১৫ নবেম্বর ১৮৫৮।

১ অগ্রহায়ণ ১২৬৫ তারিখে এই সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রথমে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন—দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। ইহার কণ্ঠে এই শ্লোকটি থাকিত :—

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

'সোমপ্রকাশ' প্রকাশের পরিকল্পনাটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের। রাজনৈতিক বিষয়ের রীতিমত আলোচনা প্রকৃতপক্ষে 'সোমপ্রকাশে'ই প্রথম শুরু হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় "পরামর্শাদি দ্বারা সোমপ্রকাশ সম্পাদন বিষয়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বিশেষ সহায়তা করতেন।"

মাতলা রেল খোলা হইলে 'সোমপ্রকাশ' ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে চাংড়িপোতা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাটী হইতে প্রকাশিত হইত।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি হইতে কর্মবাহুল্যের জন্য দ্বারকানাথ কিছু দিনের জন্য সম্পাদকীয় আসন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ 'সোমপ্রকাশে'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশ্যে বিদ্যাভূষণ মহাশয় কাশী গমন করিলে তাঁহার ভাগিনেয় শিবনাথ শাস্ত্রী কয়েক মাস 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদন করেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরবর্তী ২৭এ জুলাই হইতে পুনরায় সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ভার্নাকিউলার প্রেস অ্যাক্ট জারি হইলে "রাজকোপে পড়িয়া সোমপ্রকাশের এক বর্ষ আয়ু ক্ষয় হইয়া" যায়। পরে ১৯ এপ্রিল ১৮৮০ হইতে "২৩শ ভাগ ১ম সংখ্যা" 'সোমপ্রকাশ' "নব কলেবর ধারণ করিয়া…কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরিপাড়া কল্পদ্রুম যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রতি সোমবার প্রকাশিত" হয়।

২২ আগস্ট ১৮৮৬ তারিখে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মৃত্যু হয়।

ইং ১৮৫৯

১৪৭। **পূর্ণিমা।** (মাসিক) ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯।

ইহা প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—"সন ১২৬৫ সাল। ৬ ফাল্গুন মাঘী পূর্ণিমা"। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী 'পূর্ণিমা'র সম্পাদক ছিলেন। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ইহার নিয়মিত লেখক ছিলেন।

১৪৮। **হিতবিলাসিনী পত্রিকা।** (মাসিক ?) এপ্রিল ১৮৫৯।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি সিমুলিয়া হরি ঘোষের স্ট্রীটে 'হিতবিলাসিনী সভা' নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভা হইতে 'হিতবিলাসিনী পত্রিকা' বাহির হইত।

১৪৯। **ভারতবর্ষীয় সভা। মাসিক বিজ্ঞাপনী।** মে (?) ১৮৫৯।

এই মাসিকপত্রখানি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র ছিল।

১৫০। **সৌদামিনী।** (অর্ধ-সাপ্তাহিক) ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯।

ইহা প্রতি মঙ্গল ও শনিবার প্রকাশিত হইত। শ্যামাচরণ সান্যাল ও বিপিনবিহারী সরকার ইহার সম্পাদক ছিলেন। "সৌদামিনী পত্রিকা সংস্থাপিতা করণের প্রধান উদ্দেশ্য এই, যে ইহাতে রাজনীতি, সমাচার, আত্মতত্ত্ব, নীতিমালা বিশেষতঃ কবিতাই বিস্তর প্রকাশিত হইবেক।"

১৫১। **সংবাদ দ্বিজরাজ।** (সাপ্তাহিক) ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯।

'সংবাদ দ্বিজরাজ' পত্রের সম্পাদক ছিলেন—গোঁসাইদাস গুপ্ত। এই সাপ্তাহিক পত্রখানির কণ্ঠদেশে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

নাস্তং যাত্যরুণোদয়ে নচ রুচিং ধত্তে খরাম্ভাস্করায়োল্লাসং কুমুদাকবস্থ
কুরুতে কলঙ্কানেবাঙ্কিতহঃ।

সম্প্রত্যুন্মদয়ন্ মনাংসি মহতাং ভাবান্ সমুদ্ভাবয়ন্নুদগচ্ছন্ দ্বিজরাজ এব নিতরামব্যাজমুদ্ভ্রাজতে ॥

'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রের অভাব পূরণার্থ ই 'সংবাদ দ্বিজরাজ' পত্রের আবির্ভাব। "সংবাদ প্রভাকর পত্রের অন্তর্গত যে প্রকার সাধুরঞ্জন পত্র ছিল এই দ্বিজরাজ পত্রও সেই প্রকার হইবেক।"

ইং ১৮৬০

১৫২। **মঙ্গল উষা।** (মাসিক ?) ইং ১৮৬০।

কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখিয়াছেন :—"১২৬৬ সালের···শেষভাগে একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রচারিত হয়, কবি তাহার 'মঙ্গল উষা' নাম ও প্রচার-কাল নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া লেখক হয়েন।"

১৫৩। **সত্যপ্রদীপ।** (মাসিক) জানুয়ারি ১৮৬০।

শিশুপাঠ্য মাসিক পত্র। প্রকাশক—খ্রীষ্টান্ ভার্নাকিউলার এডুকেশন সোসাইটির বঙ্গীয় শাখা। 'সত্যপ্রদীপ' ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত চলিয়াছিল।

১৫৪। **রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ।** (সাপ্তাহিক) এপ্রিল ১৮৬০।

এই সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রকাশিত হইলে, ১৮ মে ১৮৬০ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন :—

জিলা রঙ্গপুর কাকিনীয়া ভূগোলক বাটীর জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচন্দ্র রায়চৌধুরীর সাহায্যে ১২৬৭ সালের বৈশাখ মাস অবধি দিক্‌প্রকাশ নামে একখানি সাপ্তাহিক সমাচার পত্র প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

'রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশে'র প্রথম সম্পাদক—মধুসূদন ভট্টাচার্য।

১৫৫। **জ্ঞানচন্দ্রিকা।** (মাসিক) এপ্রিল ১৮৬০।

সম্পাদক—বলাইচাঁদ সেন।

১৫৬। **কবিতাকুসুমাবলী।** (মাসিক) মে ১৮৬০।

১৭৮২ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে হরিশ্চন্দ্র মিত্র ঢাকা বাঙ্গলাযন্ত্র হইতে এই মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন। "বঙ্গীয় কবিতার উৎকর্ষসাধন ও বিশুদ্ধ কাব্যকলা প্রচার দ্বারা জনমণ্ডলীর কল্যাণ বর্দ্ধনই এতৎপত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য"। 'কবিতাকুসুমাবলী'র কণ্ঠদেশে এই শ্লোকটি থাকিত :—

সন্তোষয়তু সর্ব্বেষাং সতাং চিত্তমধুব্রতান্।
নানারসসমাকীর্ণা কবিতাকুসুমাবলী॥

'কবিতাকুসুমাবলী'র দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় ভাগ ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—"২০ ভাদ্র বুধবার ১৭৮৩ শক।"

১৫৭। **মনোরঞ্জিকা।** (মাসিক) জুন ১৮৬০।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত ইহা দ্বিতীয় সাময়িক পত্র। ২ জুলাই ১৮৬০ তারিখে 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন :—

মনোরঞ্জিকা।—বর্ত্তমান আষাঢ় [১২৬৭] মাস অবধি ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্রালয় হইতে মনোরঞ্জিকা নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে মুদ্রাযন্ত্র, আধুনিক যুবকসম্প্রদায় ও তাড়িত বার্ত্তাবহ এই তিনটি বিষয় লিখিত দৃষ্ট হইল। সম্পাদকেরা উত্তম বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।...

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ইহার একজন সম্পাদক ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

১৫৮। **মনোহর।** (সাপ্তাহিক) জুন ১৮৬০।

সম্পাদক—উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৫৯। **নবব্যবহার সংহিতা।** (মাসিক…) আগস্ট ১৮৬০।

ঢাকা সদর আমীন আদালতের উকিল রামচন্দ্র ভৌমিক "নানাবিধ আইন ও সরকুলর অর্ডর" সম্বলিত এই মাসিকপত্রখানি প্রকাশ করেন।

১৬০। **রাজপুর পত্রিকা।** (মাসিক ?) সেপ্টেম্বর ১৮৬০।

১৬১। **বিজ্ঞান কৌমুদী।** (মাসিক) সেপ্টেম্বর ১৮৬০।

জগমোহন তর্কালঙ্কার ইহার সম্পাদক ছিলেন। "বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনাই এতৎপত্র প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য।"

১৬২। **ত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী।** (মাসিক) ইং ১৮৬০।

ইহা ত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী সভা হইতে প্রকাশিত হইত। ইহার সম্পাদক ছিলেন—কৈলাসচন্দ্র সরকার।

১৬৩। **সংস্কার সংশোধিনী।** (মাসিক) ইং ১৮৬০।

বিক্রমপুরান্তর্গত কুকুটীয়াস্থ জ্ঞানমিহির বিকাশিনী সভা হইতে এই মাসিকপত্রখানি প্রকাশিত হইত। ইহার সম্পাদক ছিলেন—কুকুটীয়া মধ্য-বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক জগন্নাথ সরকার।

ইং ১৮৬১

১৬৪। **ঢাকাপ্রকাশ।** (সাপ্তাহিক) ৭ মার্চ ১৮৬১।

ইহাই ঢাকা হইতে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক পত্র। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—২৫ ফাল্গুন ১২৬৭। প্রথমাবধি ৪র্থ বৎসর ২২ সংখ্যা পর্যন্ত 'ঢাকাপ্রকাশে' কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের নাম "প্রকাশক"-রূপে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে তিনিই পত্রিকা সম্পাদন করিতেন; তাঁহার অনেক রচনা এই পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। গোবিন্দপ্রসাদ রায়ও অনেক দিন 'ঢাকাপ্রকাশ' সম্পাদন করিয়াছিলেন।

১৬৫। **বঙ্গ হিতার্থিনী।** (সাপ্তাহিক ?) মে ১৮৬১।

সম্পাদক—শিবকৃষ্ণ দত্ত।

১৬৬। **ভারতবর্ষীয় সম্বাদ পত্র।** (পাক্ষিক) মে ১৮৬১।

ইহাতে রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয় স্থান পাইত। রত্নাবলীর মর্মানুবাদক তারকচন্দ্র চূড়ামণি ইহা সম্পাদন করিতেন।

১৬৭। **পরিদর্শক।** (দৈনিক) জুলাই ১৮৬১।

এই দৈনিক পত্রখানি জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন গোস্বামীর সম্পাদকত্বে প্রথমে প্রকাশিত হয়।

১৪ নবেম্বর ১৮৬২ তারিখ হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহ এই পত্রিকার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন; সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার কলেবরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। প্রধানতঃ গ্রাহকগণের অনাদর-জন্য কয়েক মাস যাইতে না যাইতেই কালীপ্রসন্ন 'পরিদর্শক' প্রচার বন্ধ করিয়া দেন।

১৬৮। **সুধাকর।** (সাপ্তাহিক) ইং ১৮৬১।

এই সমাচারপত্রখানি খুব সম্ভব ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের অব্যবহিত পূর্বে প্রকাশিত হয়। ইহার পরিচালক—মথুরানাথ তর্কভূষণ।

১৬৯। **যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।** (সাপ্তাহিক ?) ইং ১৮৬১।

'রসরাজে'র সহিত প্রতিযোগিতা করিবার উদ্দেশ্যে 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' নামে একখানি সাময়িক-পত্র—খুব সম্ভব সাপ্তাহিক—১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি প্রকাশিত হয়।

১৭০। **শ্রীচৈতন্যকীর্ত্তিকৌমুদী পত্রিকা।** ইং ১৮৬১।

ইহা কলুটোলার শ্রীচৈতন্যসভার মুখপত্র। "উপদেশক" বৈষ্ণবচরণ দাস পণ্ডিত বাবাজি এই পত্রিকার শেষাংশে লিখিতেছেন:—

"সর্ব্ববেদান্ত সম্মত চৈতন্যচরিত ব্যাখ্যা করণাশয়ে প্রথমত সংক্ষেপ সূচনা করিলাম··· ।"

১৭১-৭২। **গদ্যপ্রসূন। গদ্যমাসিক।** ইং ১৮৬১ (?)

কেদারনাথ মজুমদার পূর্ববঙ্গের এই দুইখানি সাময়িক-পত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। এ দুইখানি মাসিকপত্র ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।

ইং ১৮৬২

১৭৩। **শিল্প কল্প লতিকা।** (মাসিক) জানুয়ারি ১৮৬২।

ইহা ব্যবহারিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় একটি মাসিক পত্রিকা। ১২৬৮ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। "শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ দের সাহায্যে" অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হয়:—"ইহাতে আমাদিগের অশন, আচ্ছাদন, নিকেতন ও ভ্রমণানুকূল দ্রব্যের উৎপাদনে আবশ্যক যন্ত্র ও কৌশল; এবং সুখ ও চমৎকারিতা সাধন বহুবিধ সামগ্রী প্রস্তুত করণের প্রথা, এবং তৎসম্পর্কীয় অন্যান্য প্রকরণ, ইংরাজি ভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পুস্তক হইতে সঙ্কলন করিয়া, এবং দেশীয় কারখানায় যে রূপে কর্ম্মনির্ব্বাহ হইয়া থাকে তাহা সংগ্রহ করিয়া লেখা যাইবে।"

'শিল্প কল্প লতিকা'র প্রথম চারি সংখ্যা আমরা দেখিয়াছি। ১২৬৯ সালে ইহার কোন সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানিতে পারি নাই।

১৭৪। **বিশ্বমনোরঞ্জন।** (সাপ্তাহিক) জানুয়ারি ১৮৬২।

১২৬৮ সালের মাঘ মাস হইতে 'বিশ্বমনোরঞ্জন' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত আজিমগঞ্জে ধনসিন্ধু যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন—নবকিশোর সেন।

১৭৫। **মঙ্গলোদয়।** (সাপ্তাহিক) এপ্রিল ১৮৬২।

'মঙ্গলোদয়' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা ১২৬৯ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়। প্রতি মঙ্গলবারে ইহার উদয় হইত। কলিকাতা বহুবাজারের ভূম্যধিকারী ব্রজগোপাল ও নন্দগোপাল মতিলাল ইহার প্রকাশক ছিলেন। পত্রিকার শিরোভাগে নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি স্থান পাইত :—

বার্ত্তয়াভিনবয়া প্রমোদয়ন্ দর্শয়ন্ নব নব মহোৎসবং।
অঞ্জসা প্রকটিতার্থসঞ্চয়ঃ সন্নৃণাং ভবতু মঙ্গলোদয়ঃ॥

১৭৬। **শুভকরী পত্রিকা।** (মাসিক) ১২ মে ১৮৬২।

১৭৮১ শকাব্দার ১৯এ চৈত্র বালীগ্রামে শুভকরী নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। "সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা বা সুমিষ্ট বক্তৃতা করা শুভকরীর উদ্দেশ্য নহে—যতদূর সাধ্য দীনজনের হিতসাধন; ব্যাধিগ্রস্ত অকর্ম্মণ্য নিরুপায় ব্যক্তি ও অনাথা বিধবাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান; ও দরিদ্র বালকদিগের অধ্যয়নার্থ আনুকূল্য বিধান ইত্যাদি শুভকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই শুভকরীর মুখ্য অভিপ্রায়।" ইহার দুই বৎসর পরে এই সভাকর্ত্তৃক 'শুভকরী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ৩০ বৈশাখ ১২৬৯ তারিখে প্রকাশিত হয়।

'শুভকরী পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন—উত্তরপাড়া গবর্মেণ্ট পাঠশালার প্রধান শিক্ষক রামসদয় ভট্টাচার্য। প্রতি সংখ্যা মাসের শেষ তারিখে প্রকাশিত হইত। ইহার দ্বিতীয় সংখ্যায় পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হয় :—"শুভকরী নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হউক এবং উহার মূল্য স্বরূপ যে কিছু অর্থ সংগৃহীত হইবে, সভার উদ্দেশ্য সাধনেই তাহা ব্যয়িত হউক।.. পত্রিকা প্রচার করণের পূর্ব্বে আমরা এক প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে আমাদিগের পত্রিকাখানি সংবাদপত্র হইবে না; উহা কেবল ইতিহাস, বিজ্ঞান ও সাহিত্যে পূর্ণ থাকিবে। তদনুসারে বৈশাখ মাসের পত্রিকায় কোন প্রকার সংবাদ লিখিত হয় নাই। কিন্তু অতঃপর…আগামী মাস হইতে

প্রধান২ কতকগুলি সংবাদ আমাদের পত্রিকার এক পৃষ্ঠ অধিকার করিয়া লইবে।”

তিন বৎসর চলিবার পর ‘শুভকরী পত্রিকা’ বন্ধ হইয়া যায়।

১৭৭। **চিত্তরঞ্জিকা।** (মাসিক) ১৪ মে ১৮৬২।

‘চিত্তরঞ্জিকা’ ঢাকার আর একখানি মাসিক পত্রিকা। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৯। ঢাকা কলেজের তৎকালীন ছাত্র সারদাকান্ত সেন ইহার প্রকাশক। অনেকে বলেন, হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহার সম্পাদক ছিলেন। সম্ভবতঃ ‘কবিতাকুসুমাবলী’ বন্ধ হইয়া গেলে হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহার প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। ‘চিত্তরঞ্জিকা’র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ:—“নূতন কবিতা প্রকাশ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।...বিবিধ ভাষা হইতে সদ্ভাবপূর্ণ কবিতা কলাপের অনুবাদ অথবা তাহাদের সারমর্ম্মও প্রকাশিত হইবে।...গদ্য রচনায় এবং অনুবাদেও ক্ষান্ত থাকিব না।”

১৭৮। **অমাবস্যা।** (মাসিক) জুন ১৮৬২।

প্রকাশকাল—আষাঢ় ১২৬৯।

১৭৯। **বঙ্গোজ্জ্বল।** (সাপ্তাহিক) জুন ১৮৬২।

১৮০। **ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা।** (সাপ্তাহিক) জুন ১৮৬২।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—রামচন্দ্র ভৌমিক। আয়ু—এক বৎসর।

১৮১। **অবকাশরঞ্জিকা।** (মাসিক) সেপ্টেম্বর ১৮৬২।

হরিশ্চন্দ্র মিত্রের সম্পাদকত্বে ‘অবকাশরঞ্জিকা’ ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইত। “নানা রসাত্মক পদ্যময় কাব্য, বিবিধ বিষয়িণী কবিতামালা, তথা দেশীয় কুপ্রথার উচ্ছেদক নাটক, প্রহসন প্রভৃতি প্রচার দ্বারা পাঠকগণের অবকাশকাল রঞ্জন করাই অবকাশরঞ্জিকার এক মাত্র উদ্দেশ্য।”

ইং ১৮৬৩

১৮২। **অমৃতপ্রবাহিণী।** (পাক্ষিক) জানুয়ারি ১৮৬৩।

এই পাক্ষিক পত্রখানি যশোহর হইতে প্রকাশিত হইত। ইহাতে "বিজ্ঞানাদি ঘটিত বিবিধ বিষয় লিখিত" হইত। 'অমৃতপ্রবাহিণী'র সম্পাদক ছিলেন—স্বনামধন্য শিশিরকুমার ঘোষের অগ্রজ—বসন্তকুমার ঘোষ।

১৮৩। **সংবাদ ভারতবন্ধু।** (সাপ্তাহিক) জানুয়ারি ১৮৬৩।

প্রকাশকাল—মাঘ ১২৬৯। ইহা বিশ্বমনোরঞ্জন যন্ত্রে মুর্শিদাবাদে মুদ্রিত হইত। পত্রিকাখানি প্রধানতঃ আদালত সংক্রান্ত কথাতেই পূর্ণ থাকিত।

১৮৪। **আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকা।** (সাপ্তাহিক) জানুয়ারি ১৮৬৩।

হাবড়ার সিবিল সার্জন ডাঃ রবার্ট বার্ডের সাহায্যে এই পত্রিকা প্রচারিত হইত। সম্পাদক—বংশবাটী-নিবাসী দ্বারকানাথ দাস।

১৮৫। **রহস্য-সন্দর্ভ।** (মাসিক) ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩।

কলিকাতা-স্কুলবুক সোসাইটি ও ভার্ণাকিউলার লিটারেচার সোসাইটির আনুকূল্যে 'রহস্য-সন্দর্ভ' নামে একখানি সচিত্র মাসিক পত্র ১৯১৯ সংবতের মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র। "পূর্ব্বে 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' নামক মাসিক পত্র যে উদ্দেশে বহুল পাঠকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিত ইহাও সেই অভিপ্রায়ে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহারই পদাঙ্কানুসরণার্থে সঙ্কলিত"। ইহার ৬ষ্ঠ পর্ব ৬ষ্ঠ সংখ্যা (৬৬ খণ্ড) পর্যন্ত অতীব কৃতিত্বের সহিত সম্পাদন করিয়া রাজেন্দ্রলাল "অবকাশাভাবপ্রযুক্ত" অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর প্রাণনাথ দত্ত 'রহস্য-সন্দর্ভ' পত্রের পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। তিনি ১২৭৮ সালে দুই সংখ্যা (৬৭-৬৮ খণ্ড) এবং ১২৭৯ সালে দশ সংখ্যা

(৬৯-৭৮ খণ্ড) প্রকাশ করিয়া সপ্তম পর্ব শেষ করেন। ১২৮০ সালের বৈশাখ মাসে 'রহস্য-সন্দর্ভ' "নবপর্ব্বাবলী" বাহির হয় ; ইহা এক বৎসর চলিয়াছিল।

১৮৬। **গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা।** (মাসিক···) এপ্রিল ১৮৬৩।

১২৭০ সালের বৈশাখ মাসে কুমারখালি বাংলা পাঠশালার পণ্ডিত হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ) এই পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন। তিনি তাঁহার অপ্রকাশিত ডায়েরিতে লিখিয়াছেন :—"গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা সংবাদপত্রিকার দ্বারা গ্রামের অত্যাচার নিবারিত ও নানা প্রকারে গ্রামবাসীদিগের উপকার সাধিত হইবে এবং তৎসঙ্গে মাতা বঙ্গভাষাও সেবিতা হইবেন, ইত্যাদি নানা প্রকার আশা করিয়া··· গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকার কার্য্য আরম্ভ করিলাম।" পত্রিকার কণ্ঠে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত, শ্লোকটি গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের রচিত :—

গুণালোকপ্রদা দোষপ্রদোষধ্বান্ত-চন্দ্রিকা।
রাজতে পত্রিকা নাম গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা ॥

১২৭৪ (?) সালের বৈশাখ মাস হইতে 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'র একটি পাক্ষিক সংস্করণও প্রকাশিত হয়। ১২৭৭ সালের বৈশাখ মাস হইতে পাক্ষিক পত্র সাপ্তাহিকে পরিণত হয়।

নানা কারণে এই পত্রিকাখানি নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হইতে পারে নাই। মাসিক 'গ্রামবার্ত্তা'র উনবিংশ বৎসর পূর্ণ হয় ১২৮৮ সালের চৈত্র মাসে। ১২৮৯ সালের বৈশাখ হইতে উহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়।

সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ত্তা'র প্রচার প্রথম বন্ধ হয় ১২৮৬ সালে। জলধর সেন, প্রসন্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের পরিচালনে ১২৮৯ সালের বৈশাখ মাস হইতে সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ত্তা' পুনরায় প্রকাশিত হয়। এই সাপ্তাহিক সংস্করণ একেবারে বন্ধ হইয়া যায় ১২৯১ সালের আশ্বিন মাসে।

১৮৭। **অবোধ-বন্ধু।** (মাসিক) এপ্রিল ১৮৬৩।

যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এই মাসিকপত্রখানি চোরবাগান স্কুল বুক যন্ত্র হইতে প্রকাশ করেন। কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর ইহার প্রচার বন্ধ থাকে।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস হইতে 'অবোধ-বন্ধু' পুনঃপ্রকাশিত হয়। কবি বিহারিলাল চক্রবর্তী এই পত্রিকার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার অনেক রচনা ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বর্ষের ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১২৭৫) হইতে বিহারিলাল এই পত্রের স্বত্বাধিকারী হন। তাঁহার সম্পাদনকালে আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের অনেক রচনা 'অবোধ-বন্ধু'তে প্রকাশিত হইয়াছিল ; দৃষ্টান্তস্বরূপ "পৌল ভর্জ্জীনী"র উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'অবোধ-বন্ধু' তৃতীয় ভাগ (বৈশাখ-চৈত্র ১২৭৬) পর্যন্ত চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়। দ্বিতীয় বর্ষ হইতে 'অবোধ-বন্ধু' পত্রের কণ্ঠে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

করবদরসদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী॥

১৮৮। **সাহিত্য সংক্রান্তি।** (মাসিক) ১৩ মে ১৮৬৩।

'পূর্ণিমা' বন্ধ হইয়া যাইবার পর বিহারিলাল চক্রবর্তী ও তদীয় বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ উভয়ে মিলিয়া 'সাহিত্য সংক্রান্তি' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ইহা প্রতি সংক্রান্তিতে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইত। 'সাহিত্য সংক্রান্তি'র প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল —৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৭০।

১৮৯। **ভারত পরিদর্শন।** (সাপ্তাহিক) ১৫ জুন ১৮৬৩।

২ আষাঢ় ১২৭০ তারিখে শান্তিপুর হইতে এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন যদুনাথ তর্কভূষণ। পরবর্তী ৯ নবেম্বর তারিখ হইতে 'ভারত পরিদর্শন' কালীপ্রসন্ন সিংহের চিৎপুরস্থ

পুরাণসংগ্রহ যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহা প্রায় এক বৎসর জীবিত ছিল।

১৯০। **ঢাকাদর্পণ।** (সাপ্তাহিক) জুলাই ১৮৬৩।

'ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা'র অকালমৃত্যু ঘটিলে, ইহার অভাব পূরণ করিবার জন্য 'ঢাকাদর্পণ' প্রকাশিত হয়। হরিশ্চন্দ্র মিত্র এই সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন।

১৯১। **বামাবোধিনী পত্রিকা।** (মাসিক) আগস্ট ১৮৬৩।

১২৭০ সালের ভাদ্র মাসে কলিকাতার বামাবোধিনী সভার কার্যালয় হইতে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। "এই পত্রিকাতে স্ত্রীলোকদিগের আবশ্যক সমুদায় বিষয় লিখিত হইবে। তন্মধ্যে যাহাতে তাহাদের ভ্রম ও কুসংস্কার সকল দূর হইয়া প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়, যাহাতে তাহাদের উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সকল উপযুক্ত বিষয়ে পরিচালিত হয়, এবং যাহাতে তাহাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান সকল লাভ করিতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে।" 'বামাবোধিনী পত্রিকা' সম্পাদন করিতেন—মজিলপুরের উমেশচন্দ্র দত্ত। তাঁহার মৃত্যুর (৪ আষাঢ় ১৩১৪) পরও পত্রিকাখানি ১৩২৯ সাল পর্যন্ত চলিয়াছিল।

১৯২। **উদ্যোগবিধায়িনী।** (মাসিক) সেপ্টেম্বর ১৮৬৩।

এই পত্রিকাখানি পাবনা উদ্যোগবিধায়িনী সভার মুখপত্র ছিল। কাঙ্গাল হরিনাথের ডায়েরিতে প্রকাশ :—"পাবনা হইতে তৎকালের কালেক্টারের মহরার বরদাকান্ত গুপ্তের লেখনীতে ও পাবনাবাসী তীর্থনাথ সাহা প্রভৃতির উদ্যোগে 'উদ্যোগবিধায়িনী'…প্রচার হইয়াছিল।"

১৯৩। **সচিত্র ভারত সংবাদ।** (পাক্ষিক) ৩০ নবেম্বর ১৮৬৩।

প্রকাশকাল—১৫ অগ্রহায়ণ ১২৭০।

"এই পত্র প্রতি মাসের ১৫ই ও ৩০শে তারিখে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে দেশহিতৈষি ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি ও জীবনচরিত্র এবং সচিত্র গল্প সকল ও পুরাবৃত্ত এবং পাক্ষিক স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সংবাদাবলী এবং অপরাপর ঘটনার সারমর্ম্ম (যাহা পাঠে সাধারণের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে) তদ্বিষয় সকল সুললিত চলিত বঙ্গভাষায় লিখিত হইবেক,...।"

ইং ১৮৬৪

১২৪। **রচনাবলী।** (মাসিক) জানুয়ারি ১৮৬৪।

ইহা রঙ্গপুর কাকিনিয়া হইতে ১২৭০ সালের পৌষ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়।

১২৫। **কাব্যপ্রকাশ।** (মাসিক) জানুয়ারি ১৮৬৪।

১২৭০ সালের মাঘ মাসে ঢাকা হইতে হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহা প্রকাশ করেন। ইহাতে কাব্য, নাটক-প্রহসন, আখ্যায়িকাদি স্থান পাইত। পত্রিকার কণ্ঠে এই শ্লোকটি থাকিত :—

সংসার বিষবৃক্ষস্য দ্বে এব রসবৎফলে।
কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সুজনৈঃ সহ॥

১২৬। **পাবনাদর্পণ।** (মাসিক) মার্চ ১৮৬৪।

১২৭০ সালের ফাল্গুন মাসে পাবনা হইতে এই মাসিকপত্র প্রচারিত হয়। সম্পাদক—রামসুন্দর রায় ও কাশীনাথ মিশ্র। "ইহাতে কাব্য নীতি ও বিবিধ সংবাদ লিখিত" হইত।

১২৭। **শিক্ষা দর্পণ ও সংবাদসার।** (মাসিক) এপ্রিল ১৮৬৪।

১২৭১ সালের বৈশাখ মাসে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনে 'শিক্ষা দর্পণ। ও সংবাদসার' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। "এই পত্র হুগলী বুধোদয় যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

সেই যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়।” প্রত্যেক সংখ্যায় “সংবাদসার” নাম দিয়া দুই-তিন পাটি সংবাদ থাকিত।

১২৭৪ সালের পৌষ-সংখ্যা হইতে ‘শিক্ষা দর্পণ’ ও ‘বর্দ্ধমান মাসিক পত্রিকা’ সংমিলিত হইয়া পত্রিকার নামকরণ হয়—‘শিক্ষা দর্পণ। ও মাসিক পত্রিকা’।

৪ ডিসেম্বর ১৮৬৮ তারিখ হইতে ভূদেববাবু ‘এডুকেশন গেজেট’ পত্রের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। ইহার দ্বারা ‘শিক্ষাদর্পণে’র প্রয়োজন মিটিতেছিল; সম্ভবতঃ এই কারণেই তিনি পরের মাস হইতে ‘শিক্ষা-দর্পণে’র প্রচার রহিত করেন।

১৯৮। **ধর্ম্মপ্রচারিণী।** (মাসিক) মে ১৮৬৪।

“যাহাতে সাধারণ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিশেষরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হয়” এই উদ্দেশ্যে ১২৭১ সালের গোড়ার দিকে বেহালা ব্রাহ্মসমাজের অধীনে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারিণী নামে একটি সভা সংস্থাপিত হয়। এই সভার মুখপত্রস্বরূপ ১২৭১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ‘ধর্ম্মপ্রচারিণী’ প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন—অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রনাথ গুহ।

১৯৯। **হিন্দু ইণ্টারপ্রীটার।** (পাক্ষিক) সেপ্টেম্বর ১৮৬৪।

Hindoo Interpreter দ্বিভাষিক (ইংরেজী-বাংলা) পত্র ছিল। ইহা পাক্ষিক ("Bi-monthly") এবং "More a politico ethical magazine" ছিল বলিয়া জানা যায়।

২০০। **ধর্ম্মতত্ত্ব।** (মাসিক···) অক্টোবর ১৮৬৪।

১৭৮৬ শকের কার্তিক মাস হইতে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র আদর্শে ‘ধর্ম্মতত্ত্ব’ নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। “ধর্ম্মনীতি, ধর্ম্মতত্ত্ব, সামাজিক উন্নতি, ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি, নীতিগর্ভ আখ্যায়িকা, সাধুদিগের জীবন, বেদ পুরাণ বাইবল কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মপুস্তক হইতে সত্যধর্ম্ম প্রতিপাদক ভাব; এই সমুদায় ঐ পত্রিকার লেখ্য বিষয়।” মাসিক ‘ধর্ম্মতত্ত্ব’ দ্বিভাষিক পত্র ছিল; ইহাতে বাংলা অংশ ছাড়া কয়েক

পৃষ্ঠা ইংরেজীও থাকিত। পত্রিকায় সম্পাদকের নাম নাই। ইহা নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হইত না।

১৭৯০ শকে 'ধর্ম্মতত্ত্ব' নূতন আকারে পাক্ষিক পত্রে পরিণত হয়। তৃতীয় ভাগ, ১ম সংখ্যা (১ মাঘ, ১৭৯১ শক) পত্রিকার গোড়ায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

> "ধর্ম্মতত্ত্ব। 'পাক্ষিক' ধর্ম্মতত্ত্ব অদ্য দয়াময়ের প্রসাদে এক বৎসরকাল অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল।..."

এই সংখ্যায় পত্রিকার শিরোভূষণ-স্বরূপ নিম্নের শ্লোকটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

> সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
> চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ॥
> বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরম সাধনং।
> স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

এই শ্লোকটি অদ্যাবধি পাক্ষিক 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র কণ্ঠে শোভা পাইয়া থাকে।

২০১। **পরিদর্শন।** (মাসিক) ডিসেম্বর ১৮৬৪।

১৫ জুন ১৮৬৩ তারিখে যদুনাথ তর্কভূষণের সম্পাদকত্বে 'ভারত পরিদর্শন' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এক বৎসর যাইতে না যাইতেই ইহার প্রচার রহিত হয় এবং ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি মাসিক আকারে 'পরিদর্শন' নামে চিৎপুর পুরাণ সংগ্রহ যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হয়।

২০২। **ভারতরঞ্জন।** (সাপ্তাহিক) ইং ১৮৬৪।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আজিমগঞ্জ হইতে 'বিশ্বমনোরঞ্জন' প্রকাশিত হয়, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহা 'ভারতরঞ্জন' নামে প্রকাশিত হয়। নবকিশোর সেন ইহারও স্বত্বাধিকারী ছিলেন।

ইং ১৮৬৫

২০৩। **সত্যান্বেষণ।** (মাসিক) জানুয়ারি ১৮৬৫।

বৌবাজার ব্রহ্মোপাসনালয় হইতে এই মাসিকপত্রখানি প্রকাশিত হইত। জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ইহার সম্পাদক ছিলেন। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ:—"নিরবচ্ছিন্ন ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ বা অনুশীলন থাকিলে ইহা সাধারণের প্রীতিকর হইবে না, আশঙ্কায় আমরা এই পত্র ধর্ম্ম্য প্রস্তাবের সহিত নানাবিধ হিতকর প্রস্তাবে প্রপূরিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি,…।"

২০৪। **বিজ্ঞাপনী।** (সাপ্তাহিক) মার্চ ১৮৬৫।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বালিয়াটী-নিবাসী গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী ঢাকায় 'ঢাকা বিজ্ঞাপনী যন্ত্র' নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। পর-বৎসর মার্চ মাসে এই যন্ত্রালয় হইতে 'বিজ্ঞাপনী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার এই পত্রের সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে বিজ্ঞাপনী যন্ত্র ময়মনসিংহে স্থানান্তরিত হয়। সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারও ঢাকা ত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদনে 'বিজ্ঞাপনী' একখানি উচ্চ শ্রেণীর সাপ্তাহিকে পরিণত হইয়াছিল। অতঃপর 'বিজ্ঞাপনী' জগন্নাথ অগ্নিহোত্রীর সম্পাদকত্বে ময়মনসিংহ হইতেই প্রকাশিত হইতে থাকে।

২০৫। **হিন্দু হিতৈষিণী।** (সাপ্তাহিক) এপ্রিল ১৮৬৫।

১২৭২ সালের বৈশাখ মাসে ঢাকার হিন্দু হিতৈষিণী সভার মুখপত্র-স্বরূপ 'হিন্দু হিতৈষিণী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের উদয় হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন—হরিশ্চন্দ্র মিত্র। 'হিন্দু হিতৈষিণী' ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মদের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

২০৬। **রাজনীতি সংগ্রহ।** (সাপ্তাহিক) ১৭ এপ্রিল ১৮৬৫।

১২৭২ সালের ৬ই বৈশাখ কলিকাতা ভবানীপুর হইতে এই সাপ্তাহিক পত্রখানি রামগোপাল বসু মল্লিকের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। ইহাতে সাধারণের উপকারজনক বহু বিষয় স্থান পাইত। 'রাজনীতি সংগ্রহ' দুই মাসের অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই।

২০৭। **বিদ্যোন্নতিসাধিনী।** (মাসিক) জুন ১৮৬৫।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুরে "বিদ্যোন্নতিসাধিনী সভা" নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সভার প্রতিষ্ঠাতা—সেরপুরের জমিদার গোবিন্দকুমার চৌধুরী ও হরচন্দ্র চৌধুরী। সভার মুখপত্র-স্বরূপ 'বিদ্যোন্নতিসাধিনী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ১২৭২ সালের আষাঢ় মাস হইতে প্রকাশিত হয়। "ধর্ম্মনীতি, সামাজিক নিয়ম, রাজনিয়ম, ও দেশোন্নতি সাধনই…এই পত্রিকার উদ্দেশ্য" ছিল। ইহার সম্পাদক ছিলেন—হরচন্দ্র চৌধুরী। 'বিদ্যোন্নতিসাধিনী' এক বৎসর চলিয়াছিল।

২০৮। **সত্যজ্ঞান-প্রদায়িনী।** (ত্রৈমাসিক) জুলাই ১৮৬৫।

জোড়াসাঁকো প্রাত্যহিক ব্রাহ্মসমাজ হইতে লালমাধব মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে ১২৭২ সালের শ্রাবণ মাসে এই পত্রখানি প্রকাশিত হয়।

২০৯। **হিন্দুরঞ্জিকা।** (মাসিক…) ডিসেম্বর ১৮৬৫।

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধার জন্য যেমন কয়েকখানি সাময়িক-পত্রের উদ্ভব হইয়াছিল, তেমনই আবার ব্রাহ্মধর্ম-স্রোত রোধ করিবার জন্য কয়েকটি হিন্দু সভা-সমিতিরও সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রস্বরূপ এক-একখানি পত্রিকাও প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে বোয়ালিয়া ধর্মসভা হইতে প্রকাশিত 'হিন্দুরঞ্জিকা' অন্যতম। ইহা প্রথমে মাসিক আকারে, খুব সম্ভব, ১২৭২ সালের পৌষ মাসে প্রকাশিত হয়। শ্রীনাথ সিংহ রায় ইহার সম্পাদক ছিলেন।

১২৭৫ সালের বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৬৮) মাস হইতে সাপ্তাহিক-রূপে 'হিন্দুরঞ্জিকা'র নবপর্যায় প্রকাশিত হইতে থাকে। এই সময় ঢাকার হরিশ্চন্দ্র মিত্র সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া মনে হয়। "হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের সংবাদপত্রোপযোগী বিবিধ বিষয়" এই সাপ্তাহিক পত্রে স্থান পাইত। নবপর্যায় 'হিন্দুরঞ্জিকা'র কণ্ঠে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

ধর্ম্মেণৈব জগৎ সুরক্ষিতমিদং ধর্ম্মো ধরাধারকঃ।
ধর্ম্মাদ্বস্তু ন কিঞ্চিদস্তি ভুবনে ধর্ম্মায় তস্মৈ নমঃ॥

ইং ১৮৬৬

২১০। **চিকিৎসক।** (মাসিক) জানুয়ারি ১৮৬৬।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের বাংলা-শ্রেণীর ছাত্রগণ চিকিৎসা-বিষয়ক এই মাসিকপত্র প্রকাশ করেন।

২১১। **সর্ব্বার্থ সংগ্রহ।** (মাসিক) ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬।

ইহা "বিচিত্র রমণীয় উপাখ্যান এবং সাহিত্য বিজ্ঞান নীতি ও শিল্পশাস্ত্র বিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধাত্মক মাসিক পত্র।"

২১২। **নব-প্রবন্ধ।** (মাসিক) সেপ্টেম্বর ১৮৬৬।

সম্পাদক—তিনকড়ি ঘোষাল। ইহা একখানি "সাহিত্য, কাব্য, ইতিবৃত্ত ও বিজ্ঞানাদি বিবিধ জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভ প্রকাশক মাসিক পত্র।" 'নব-প্রবন্ধে'র কণ্ঠে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

সদর্থসন্দোহ বিচারসন্ধঃ প্রশস্ত বৃত্তান্ত কৃতানুসন্ধঃ।
সমস্ত সামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ॥

'নব-প্রবন্ধে'র প্রথম ভাগ ১২৭৩ সালের ভাদ্র মাসে আরম্ভ হইয়া চৈত্র মাসে শেষ হয়।

২১৩। **বর্দ্ধমান মাসিক পত্রিকা।** (মাসিক) সেপ্টেম্বর ১৮৬৬।

১২৭৩ সালের আশ্বিন মাসে বর্ধমান ব্রাহ্মসমাজ হইতে ইহা প্রকাশিত হয়। পর-বৎসর পৌষ মাসে ইহা ভূদেব মুখোপাধ্যায়-পরিচালিত 'শিক্ষা দর্পণ' পত্রের সহিত সম্মিলিত হইয়া 'শিক্ষাদর্পণ ও মাসিক পত্রিকা' নাম ধারণ করে।

২১৪। **মুর্শীদাবাদ সংবাদসার।** (পাক্ষিক) ডিসেম্বর ১৮৬৬।

এই পাক্ষিক পত্র বহরমপুর ধনসিন্ধু যন্ত্রালয় হইতে মুদ্রিত হইত।

ইং ১৮৬৭

২১৫। **তত্ত্ববিকাশিনী।** (মাসিক) ১ জানুয়ারি ১৮৬৭।

ইহা "ধর্ম্ম ও বিবিধ তত্ত্ব বিষয়ক মাসিক পত্রিকা"। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের পোষকতা করণ।

২১৬। **পল্লী-বিজ্ঞান**। (মাসিক) জানুয়ারি ১৮৬৭।

ঢাকার অন্তঃপাতী জৈনসার বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় ১২৭৩ সালের মাঘ মাসে এই মাসিকপত্রখানি প্রকাশ করেন। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক লিখিয়াছেন :—"যে দেশের অভ্যন্তরে বিদ্যা ও শিক্ষার অভাব সে দেশ বিদ্বান্ নয়, যে দেশের গ্রাম ও পল্লীতে সভ্যতা নাই, সে দেশ সভ্য নয়, যে দেশের গ্রাম ও পল্লীতে স্বাস্থ্য নাই, সে দেশ সুস্থ নয়। অতএব আমরা উল্লিখিত অভাবটী মোচনের মানসে কতিপয় বন্ধুর পরামর্শানুসারে এই পত্রিকাখানির প্রচার করিতেছি।"

'পল্লী-বিজ্ঞানে'র ১১শ সংখ্যা হইতে জৈনসার বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক আনন্দকিশোর সেন সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। ১২শ সংখ্যা হইতে পত্রিকার শিরোভূষণ-স্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি প্রকাশিত হইত :—

গেল পক্ষ গেল মাস কি করিলে কাজ।
তোষিতে ত্রাসেতে দগ্ধ বঙ্গের সমাজ॥
দেশহিত কর সদা মুখেতে সাধিত।
হৃদয়ে সে ভাব কিছু আছে কি নিহিত॥

১২৭৫ সালে 'পল্লী-বিজ্ঞান' উঠিয়া যায় বলিয়া জানা যায়।

২১৭। **প্রত্নকম্রনন্দিনী**। (মাসিক) সেপ্টেম্বর ১৮৬৭।

প্রতি পূর্ণিমায় এই ধর্ম্মমূলক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। সম্পাদক—সত্যব্রত সামশ্রমী। সংস্কৃত ব্যাখ্যা সহ (এবং কোন কোন সংখ্যায় বঙ্গানুবাদ সহ) মূল বেদ এবং মীমাংসাদি দর্শন ইহাতে প্রকাশিত হইত। বৈদিক ধর্ম্মের আলোচনা-বিষয়ক সংস্কৃত প্রবন্ধ ও তাহার বঙ্গানুবাদ প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই থাকিত।

২১৮। **অবকাশ-বন্ধু**। (মাসিক) সেপ্টেম্বর ১৮৬৭।

সাহিত্য, বিজ্ঞান ও বিবিধ বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। প্রকাশকাল—আশ্বিন ১২৭৪। সম্পাদক—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

২১৯। **নব পত্রিকা**। (মাসিক) নবেম্বর ১৮৬৭।

প্রকাশকাল—অগ্রহায়ণ ১২৭৪। সম্পাদক—হীরাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়।

সূচী

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক বলিয়া বিবেচ্য। লোকশিক্ষা গ্রন্থমালায় প্রকাশিত পুস্তকে বিষয়বস্তুর আলোচনা বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ হইতে বিস্তৃততর হইবে।

"শিক্ষণীয় বিষয়মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য। তদনুসারে ভাষা সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জিত হবে, এর প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে; অথচ রচনার মধ্যে বিষয়বস্তুর দৈন্য থাকবে না, সেও আমাদের চিন্তার বিষয়। দুর্গম পথে দুরূহ পদ্ধতির অনুসরণ করে বহু ব্যয়সাধ্য ও সময়সাধ্য শিক্ষার সুযোগ অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে ঘটে না, তাই বিদ্যার আলোক পড়ে দেশের অতি সংকীর্ণ অংশেই। এমন বিরাট মূঢ়তার ভার বহন করে দেশ কখনোই মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে না।

"বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার। আমাদের গ্রন্থপ্রকাশকার্যে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।"

—লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার ভূমিকা, রবীন্দ্রনাথ

১. বিশ্বপরিচয় : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. প্রাচীন হিন্দুস্থান : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
৩. পৃথ্বীপরিচয় : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
৪. আহার ও আহার্য : শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য
৫. প্রাণতত্ত্ব : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬. বাংলাসাহিত্যের কথা : শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী
৭. ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়